CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

CMYK

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-253 ■ 14 June, 2026 ■ আগরতলা ১৪ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৩০ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাকমাঘাট মুসলিম বস্তি এলাকায় মাটি ধসে দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

৪ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট মুসলিম বস্তি এলাকায় মাটি ধসের ঘটনায় দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকাজুড়ে। শনিবার সকালে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার সকালে কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাকমাঘাট মুসলিম বস্তি এলাকায় বাড়ির কাজের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে যান কুঞ্জমুড়া এলাকার বাসিন্দা ২০ বছর বয়সি জেমস জমাতিয়া, ৩০ বছর বয়সি আশা হরি জমাতিয়া এবং ৩০ বছর বয়সি অমূল্য ধন জমাতিয়া। মাটি কাটার সময় হঠাৎ একটি বড় অংশ ধসে পড়ে তাদের উপর।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় গাড়িচালক অমূল্য ধন জমাতিয়াকে। তার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। প্রথমে তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দলের পৌঁছাতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে। এছাড়া উদ্ধারকাজে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। অভিযোগ অনুযায়ী, উদ্ধার অভিযানে মূল ভূমিকা পালন করেন অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মী এবং টিএসআর-এর জওয়ানরা।

দুপুরে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে মৃতদের পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান তাঁরা। পরে প্রশাসনের তরফে দুই মৃত যুবকের পরিবারের হাতে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনাকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা গভীর শোকপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই কঠিন সময়ে সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

এদিকে, দুর্যোগ মোকাবিলা দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিনিয়াস দেববর্মা হাসপাতালে এসে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তবে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী জানান, দুর্যোগ মোকাবিলা দলের সদস্যরা জেসিবি মেশিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, জেসিবি পৌঁছানোর আগেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং অগ্নিনির্বাপক কর্মী ও টিএসআর জওয়ানরাই মাটির নিচে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জমি দখলকে কেন্দ্র করে হেজামারায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। জুমের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সিধাই থানাধীন হেজামারা এলাকার অর্থ চন্দ্র পাড়ায়। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সিধাই থানাধীন হেজামারা ব্লকের বাল্যছড়া এলাকার বাসিন্দা কিরণমালা দেববর্মা ও তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন প্রায় ১৫ কানি জুমের জমি রয়েছে অর্থ চন্দ্র পাড়া এলাকায়। ওই জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

কিরণমালা দেববর্মার পরিবারের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান আলোচনার মাধ্যমে করার উদ্দেশ্যে তাঁরা অপর পক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় রবীন্দ্র দেববর্মা, শঙ্কর দেববর্মা এবং তাঁদের সহযোগীরা তাঁদের উপর হামলা চালান।

এই ঘটনায় কিরণমালা দেববর্মা, সঞ্জিত দেববর্মা, ব্রজ দেববর্মা ও রোহেশ দেববর্মা আহত হন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনার পর আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে, গোটা ঘটনার বিষয়ে কিরণমালা দেববর্মার পরিবার সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘটিত এই ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোঃ নির্বাচন

সভাপতি পদে পৃথা দেব পাল সহ-সভাপতি পদে জিবন কৃষ্ণ সেন ও সম্পাদক পদে ভাস্কর দেববর্মা এগিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা, ১৩ জুন।। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন ২০২৬-২০২৮-এর ভোট গণনায় প্রাথমিক প্রবণতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে একাধিক প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন। তৃতীয় রাউন্ডের ভোট গণনার ভিত্তিতে এই চিত্র সামনে এসেছে।

সভাপতি পদে পৃথা দেব পাল ১৩৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মৃণাল কান্তি বিশ্বাস পেয়েছেন ১২৪ ভোট এবং সুব্রত দেবনাথ পেয়েছেন ১২১ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে জিবন কৃষ্ণ সেন ১৭৮ ভোট নিয়ে স্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। অন্যদিকে সঞ্জয় সাহা পেয়েছেন ১২৬ ভোট এবং ড্যানিয়েল দেববর্মা পেয়েছেন ৯২ ভোট।

সম্পাদক পদে ভাস্কর দেববর্মা ২১৫ ভোট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর পরে রয়েছেন বিদ্যুৎ সূত্রধর (১৩৮) এবং রঘুনাথ মুখার্জি (৫১)। সহকারী সম্পাদক (মহিলা সংরক্ষিত) পদে মল্লিকা সাহা ২৩৭ ভোট নিয়ে এগিয়ে রয়েছেন, যেখানে চৈতালি ভট্টাচার্য পেয়েছেন ১৫৫ ভোট।

সহকারী সম্পাদক পদে ভবানী রঞ্জন ভট্টাচার্য ১৬২ ভোট নিয়ে এগিয়ে থাকলেও মিন্টু দেববর্মা ১৪৯ ভোট পেয়ে তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। মৃদুল কান্তি আর্য পেয়েছেন ৭৪ ভোট।

মহিলা সংরক্ষিত সদস্য পদে সর্বাধিক ২৪৯ ভোট পেয়ে শীর্ষে রয়েছেন রুথি দেববর্মা। তাঁর পরে রয়েছেন লিখা ভৌমিক (২০৪), ভান্ডারী রিয়াং (১৮৪), অনামিকা মল্লিক (১৭৫) এবং হৃতুবর্ণা দাস (১৭৩)। শতাব্দী রায় পেয়েছেন ১৩৫ ভোট।

সাধারণ সদস্য পদে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২৫৯ ভোট পেয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন স্বরূপ পণ্ডিত। তাঁর পরেই রয়েছেন নীলাদ্রি মুখার্জি (২২৮), দেবব্রত দেবনাথ (২২৪), কিশলয় রায় (২১৬), অনির্বাণ লোধ (২১০), অর্পণ দাস (২০৯), দেবজ্যোতি দেবনাথ (১৯৯) এবং অঙ্কুর সাহা (১৯৬)। অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে রাকেশ দেবনাথ পেয়েছেন ১৬৯ ভোট, আলোক দত্ত ১৬৭, কিশোর দেববর্মা ১৫৬, সুবেন্দু নোয়াতিয়া ১৪৮, সুব্রত সাহা ১৩৮ এবং দুলাল সাহা ১০৮ ভোট পেয়েছেন।

তবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফলাফলকে চূড়ান্ত বলা যাচ্ছে না। নির্বাচন কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই বিজয়ীদের নাম নিশ্চিত হবে।

শোক মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী ফয়জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফয়জুর রহমানের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফয়জুর রহমান রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে একজন নিষ্ঠাবান ও সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাজ্যের জনগণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন একজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বকে হারালো।

মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ফয়জুর রহমানের বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছরের অগ্রগতির চিত্র

ভারত বিশ্বের অন্যতম স্টার্টআপ কেন্দ্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্টার্ট আপ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। আজ আগরতলার কৃষ্ণনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি তাঁর ১২ বছরের অসাধারণ যাত্রা সম্পন্ন করেছেন। এই যাত্রা একটা পরিবর্তনের যাত্রা। স্বপ্ন পূরণের যাত্রা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। নতুন ভারত নির্মাণের একটা যাত্রাপথ এই ১২ বছরে তিনি করে দেখিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উন্নয়ন, উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা চলে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে সারা বিশ্বের মধ্যে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন এখন ভারত সেই সম্মান লাভ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে একটানা ১২ বছর দেশ শাসন করছেন সেটা ভারতের ইতিহাসে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আজ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে সারা দেশবাসীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ১০ জুন, ২০২৬ দিল্লিতে আমিও ছিলাম। দিন হিসেবে দেখলে ৪৩৯৯ দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেটা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এর আগে আমরা অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি। কিন্তু যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এরমধ্যে অন্যতম একজন। তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। জবাবদিহিতা ও সততার এক অন্যান্য নিদর্শন তিনি। একটা স্বচ্ছতা ও সার্থক সমন্বয়ের সরকার আমরা দেখতে পেয়েছি। নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও উদ্ভাবনের সমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। স্বাধীন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাঁজার সঙ্গে উদ্ধার পিস্তল কার্তুজ, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। রাজ্যে নেশা কারবার ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। এসটিএফ, সিআরপিএফ এবং ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে মোহনপুর মহকুমার মনতলা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, একটি পিস্তল ও তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে সিধাই থানাধীন মনতলা এলাকার একটি বাড়িতে যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অংশ নেয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআরপিএফ এবং ত্রিপুরা পুলিশ।

তল্লাশি চলাকালীন ওই বাড়ি থেকে ড্রামভর্তি বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। পাশাপাশি একটি পিস্তল এবং কয়েক রাউন্ড তাজা কার্তুজও উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়। অভিযান শেষে উদ্ধার হওয়া গাঁজা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। আটক ব্যক্তিকেও এনসিসি থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে বাধারঘাটে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। রাজধানীর বাধারঘাট এলাকার এক তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, কোর্ট ম্যারেজের পর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি এবং মানসিক অশান্তির জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, বাধারঘাট শ্রীপল্লী এলাকার বাসিন্দা সুমন দেবের কন্যা প্রীয়া দেব (২২) ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর রানীবাজার এলাকার বাসিন্দা পরোব দে-র সঙ্গে আইনত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দীর্ঘ প্রায় তিন বছরের সম্পর্কের পর উভয় পরিবারের সম্মতিতেই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে পরোব দে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। পরিবারের দাবি, বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ ও অশান্তি লেগে থাকত। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, প্রীয়াকে বিভিন্ন সময় মানসিক চাপের মধ্যে রাখা হতো এবং এই পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৩৫০০ হেক্টরের বেশি জমিতে হচ্ছে পাম তেল চাষ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। ত্রিপুরায় ভোজ্য তেল উৎপাদনে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার অয়েল পামচাষ সম্প্রসারণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিল্লা কৃষি মহকুমায় "মেগা অয়েল পাম প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম"এর উদ্বোধনকালে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, ভারত বিভিন্ন কৃষিপণ্যে যেমন ধান, হলুদ, এলাচ, মরিচ, কলা, আম ও মিলেট উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় হলেও ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়ে গেছে। সরিষা, তিল, সয়াবিন, নারকেল ও সূর্যমুখী থেকে তেল উৎপাদন হলেও দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৪৭ শতাংশই পূরণ হয় দেশীয় উৎপাদনে। ফলে বিপুল পরিমাণ ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয়, যার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'পাম অয়েল মিশন'-এর মাধ্যমে দেশকে ভোজ্য তেলে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু ও মাটি তেলপাম চাষের জন্য অনুকূল হওয়ায় এই অঞ্চলগুলিতে এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাজারে পাম তেলের দামের ওঠানামা ও ঊর্ধমুখী প্রবণতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সহায়তার বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী।

তিনি জানান, অয়েল পাম চারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি জমি প্রস্তুত ও চাষের সুবিধার্থে এককালীন সহায়তা হিসেবে ঝোপ পরিষ্কারের জন্য ৩,০০০ টাকা, প্রতি হেক্টরে টেরেস তৈরির জন্য ৪,০০০ টাকা এবং বেড়া দেওয়ার জন্য ৪,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মূল লক্ষ্য হলো ভোজ্য তেলে স্বনির্ভরতা অর্জন। কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকার সব ধরনের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শহরে অপরহণ মামলায় মাস্টার মাইন্ড গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। রাজধানীর অফিস লেন এলাকায় সংঘটিত চাঞ্চল্যকর অপহরণ মামলায় মূল চক্রকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দেবপ্রসাদ রায়।

তিনি জানান, গত ১৬ মে দুপুরে আগরতলার অফিস লেন এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে তার গাড়িসহ অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার পরপরই তদন্তে নামে পশ্চিম থানার পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতিতে ইতিমধ্যেই চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

তদন্তের সূত্র ধরে শুক্রবার মামলার মূল মাস্টারমাইন্ডকে বিশালগড় এলাকা থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানান এসডিপিও। পুলিশের দাবি, এই অপহরণকাণ্ডের পরিকল্পনা ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের পোষাকে রিল তৈরির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন ।। *সামাজিক মাধ্যমে পুলিশ কর্মীদের পোশাক পরে রিল, শর্ট ভিডিও ও বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরির প্রবণতা রুখতে কড়া নির্দেশ জারি করেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্রশাসন। সম্প্রতি জারি হওয়া এক স্মারকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পুলিশের মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও সামাজিক মাধ্যমভিত্তিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না।*

পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে ১১ জুন জারি করা ওই স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে যে পুলিশের কিছু সদস্য ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় রিল, শর্ট ভিডিও এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের কনটেন্ট তৈরি ও আপলোড করছেন। এর ফলে ত্রিপুরা পুলিশের ভাবমূর্তি, শৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

স্মারকে বলা হয়েছে, পুলিশের ইউনিফর্ম কেবল একটি পোশাক নয়, এটি কর্তৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা ও জনবিশ্বাসের প্রতীক। তাই ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও পুলিশ কর্মী ইউনিফর্ম পরে এমন কোনও রিল, ভিডিও, আলোকচিত্র বা সামাজিক মাধ্যমের কনটেন্ট তৈরি, অংশগ্রহণ বা আপলোড করতে পারবেন না, যা ত্রিপুরা পুলিশের মর্যাদা, শালীনতা, শৃঙ্খলা কিংবা ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

এছাড়া ব্যক্তিগত প্রচার, বিনোদনমূলক কার্যকলাপ, বাণিজ্যিক প্রচারণা কিংবা দপ্তরের সুনামহানির সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোনও উদ্দেশ্যে পুলিশ ইউনিফর্ম ব্যবহার করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১৪ জুন, ২০২৬ ইং
৩০ জৈষ্ঠ্য, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

রক্ত আর জল একসঙ্গে বইবে না !

সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়া পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দেওয়া এই সাম্প্রতিক বার্তাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।'রক্ত আর জল একসঙ্গে বইবে না' এই কঠোর বার্তাটির মাধ্যমে ভারত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে যে, একদিকে সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদ চালানো হইবে আর অন্যদিকে ভারত চুক্তির শর্ত মানিয়া পাকিস্তানকে স্বাভাবিকভাবে জল দিয়া যাইবে, এই দুটি বিষয় পাশাপাশি চলিতে পারে না।প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের স্বার্থের প্রশ্নে ভারত কোনো আপস করিবে না। সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ না করিলে পাকিস্তান ভারতের কাছ থেকে কোনো রকম সৌজন্য আশা করিতে পারে না।ভারতের এই অনড় মনোভাবের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তিটি পুনর্বিবেচনা বা সংশোধন করিবার জন্য ভারত এখন অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। যারা সন্ত্রাসে মদত দেয়, ভারত তাহাদের সিন্ধুর জল দেবে না।" পাকিস্তানের দিকে সরাসরি আঙুল তুলিয়া এই কড়া বার্তা দিলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। হায়দরাবাদে বিজেপির একটি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি সাফ জানান, 'সিঁদুর অভিযান'-এর মাধ্যমে ভারত বাকি বিশ্বকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে যে, যারা শান্তি ও সম্প্রীতির ভাষা বোঝে না, তাহাদের কীভাবে জবাব দিতে হয়। একই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাও মনে করাইয়া দেন।

২০২৫ সালে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের 'সিন্ধু জল চুক্তি' স্থগিত করিবার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'রক্ত এবং জল একসঙ্গে বইতে পারে না'। প্রধানমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করিয়া রাজনাথ সিংহ বলেন, "পহেলগাঁও হামলার পর যখন সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করা হইয়াছিল, আমরা তখনই বলিয়াছিলাম যাহাদের কারণে সাধারণ মানুষের চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, তাহারা যেন আমাদের থেকে জলের আশা না করে। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক এবং মানবিকতার শত্রুদের কাছে আমরা কোনোভাবেই সিন্ধুর জল পৌঁছাইতে দেব না।উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সিন্ধু জল চুক্তি সই হইয়াছিল। চুক্তি অনুযায়ী, সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির মধ্যে পূর্বমুখী শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতীর জল পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে ভারতের। অন্যদিকে পশ্চিমমুখী সিন্ধু, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তার জলের ওপর অধিকার দেওয়া হইয়াছিল পাকিস্তানকে। কিন্তু গত বছর পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে এই চুক্তি স্থগিত করিয়া দেয় ভারত। এরপর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে একাধিকবার নালিশ জানাইলেও কোনো সুবিধা করিতে পারেনি পাকিস্তান।এদিনের কর্মসূচি থেকে এনডিএ সরকারের গত ১২ বছরের সাফল্যের খতিয়ানও আমজনতার সামনে তুলিয়া ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ এবং দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করিবার কৃতিত্ব মোদী সরকারকেই দিয়াছেন তিনি। কংগ্রেসকে নিশানা করিয়া রাজনাথ বলেন, "এক সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হইতো যে কেউ কোনোদিন ৩৭০ ধারা রদ করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের সরকার দেশের স্বার্থে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছে।"

মাগুাই টিআরইএসপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে এআরডিডি সচিব, পশুপালনভিত্তিক জীবিকায় সন্তোষ প্রকাশ

আগরতলা, ১৩ জুন : ত্রিপুরা সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের (এআরডিডি) সচিব বৃহস্পতিবার টিআরইএসপি (ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট) প্রকল্পের আওতাধীন মাগুাই ব্লক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (বিপিএমইউ) এলাকা পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরিচালক, টিটিএএডিসির প্রধান পশুচিকিৎসা আধিকারিক, পশ্চিম জোনের পিপিভিও, টিআরইএসপি-এআরডিডির নোডাল আধিকারিক, মাগুাই ভেটেরিনারি ডিসপেনসারির পশুচিকিৎসা আধিকারিক, টিআরইএসপি পিএমইউ-র লাইভস্টক বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, কারিগরি সহায়ক সংস্থার প্রতিনিধিসহ জেলা ও ব্লক পর্যায়ের আধিকারিকরা।

পরিদর্শনকালে সচিব বরখা ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত হামচা জাক পিগারি প্রডিউসার গ্রুপ এবং মারি পিগারি প্রডিউসার গ্রুপে স্থাপিত পরিকাঠামো ও শূকর পালন ইউনিট ঘুরে দেখেন। তিনি গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে সচিব বলেন, প্রডিউসার গ্রুপগুলি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও বর্তমানে সেগুলি অনেকাংশে কাটিয়ে উঠে টেকসই পশুপালনভিত্তিক জীবিকার পথে এগিয়ে চলেছে।

পর্যালোচনা বৈঠকে সচিব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, প্রডিউসার গ্রুপগুলিকে এখন তাদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। পাশাপাশি সদস্যদের নিজেদের সাফল্য, অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধার কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

এছাড়াও স্বচ্ছতা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে যথাযথ নথি সংরক্ষণ এবং হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার উপর জোর দেন তিনি। পশুপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রীর সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্ভাব্য ঘাটতি দ্রুত দূর করার নির্দেশও দেন।

সচিব আরও বলেন, জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ এবং পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। পশুখাদ্যের ব্যয় কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আজোলা, ট্যাপিওকা এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য অন্যান্য বিকল্প খাদ্য উপকরণের ব্যবহার বাড়ানোরও পরামর্শ দেন তিনি।

পরিদর্শনের শেষে প্রকল্পভুক্ত উপভোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সচিব এবং ভবিষ্যতে পশুপালন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রডিউসার গ্রুপগুলির সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামীণ পশুপালকদের আয় ও জীবনমান উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।

দর্শনশাস্ত্র কেন ? মূল্যবোধের সংকট, নৈতিকতার অবক্ষয় এবং মানবিক সমাজ নির্মাণে দর্শনশাস্ত্রের অপরিহার্যতা

Dr. Gobinda Bhattacharjee– Former Research Scholar– Department of Philosophy– Tripura University (A Central University)– Suryamaninagar - ৭৯৯০২২

'সত্যমেব জয়তে, নানৃতং'- সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। উপনিষদের এই অমর বাণী কেবল একটি ধর্মীয় উক্তি নয়; এটি ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের মূল চেতনা। আবার প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস ঘোষণা করেছিলেন, "The unexamined life is not worth living" অর্থাৎ, "যে জীবন আত্মসমীক্ষাহীন, সেই জীবন প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়।' পৃথিবীর দুটি ভিন্ন সভ্যতার এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে একটি মৌলিক মিল রয়েছে-মানুষের জীবনের প্রকৃত মর্যাদা তার চিন্তাশক্তি, আত্মসমালোচনার ক্ষমতা এবং সত্য অনুসন্ধানের মধ্যে নিহিত। আর এই অনুসন্ধানের নামই দর্শন। বর্তমান সময়ে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তি অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে, বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সহজতর করেছে এবং পৃথিবী ক্রমশ একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, সমাজে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, দুর্নীতি, লোভ, প্রতারণা, পরিবেশ ধ্বংস, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক অবক্ষয় উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, ততই যেন মানবিক মূল্যবোধের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে-শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? শিক্ষা কি কেবল অর্থ উপার্জনের মাধ্যম, নাকি একজন সৎ, নৈতিক এবং দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই আমরা দর্শনশাস্ত্রের কাছে ফিরে আসি।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায়-"দর্শন পড়ে কী হবে?" এই প্রশ্নটি আসলে আমাদের সময়ের শিক্ষাদর্শের প্রতিচ্ছবি। আমরা ধীরে ধীরে শিক্ষাকে কেবল চাকরি ও অর্থনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করেছি। একটি বিষয় কত দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, সেটিই যেন তার গুরুত্ব নির্ধারণের প্রধান মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শিক্ষা যদি কেবল জীবিকা অর্জনের উপায় হয় এবং জীবনের অর্থ উপলব্ধি করার শিক্ষা না দেয়, তবে সেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন দক্ষ প্রকৌশলী, চিকিৎসক, প্রশাসক বা বিজ্ঞানী যদি নৈতিক মূল্যবোধহীন হন, তবে তাঁর জ্ঞান সমাজের কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণও হতে পারে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, প্রযুক্তির অপব্যবহার যুদ্ধ, গণহত্যা এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। তাই জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞা এবং দক্ষতার সঙ্গে নৈতিকতার সমন্বয় ঘটানো আজকের শিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দর্শনশাস্ত্র এই সমন্বয়ের শিক্ষা দেয়। দর্শনশাস্ত্রকে যুগ যুগ ধরে 'সকল বিদ্যার জননী' বলা হয়েছে। এর কারণ দর্শন মানুষের জ্ঞানের মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে। বিজ্ঞান আমাদের বলে কীভাবে একটি ঘটনা ঘটে, কিন্তু দর্শন প্রশ্ন করে কেন ঘটে এবং সেই জ্ঞানের নৈতিক তাৎপর্য কী। অর্থনীতি সম্পদ সৃষ্টির উপায় শেখায়, কিন্তু দর্শন প্রশ্ন করে সেই সম্পদের ন্যায্য বণ্টন কীভাবে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষমতার কাঠামো ব্যাখ্যা করে, কিন্তু দর্শন জানতে চায় ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি কী। আইন অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে, কিন্তু দর্শন প্রশ্ন করে ন্যায়বিচারের প্রকৃত অর্থ কী। এই কারণেই দর্শন অন্য সব জ্ঞানের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করে এবং তাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি নির্মাণ করে। বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সংকটগুলির একটি হলো মূল্যবোধের সংকট। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক জীবনে আমরা ক্রমশ এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি, যেখানে প্রতিযোগিতা সহযোগিতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, ভোগবাদ সংযমকে পরাজিত করছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক দায়িত্ববোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সাফল্যের কথা শিখছে, কিন্তু সততার কথা কতটা শিখছে? তারা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা কতটা পাচ্ছে? এই প্রশ্নগুলি কেবল আবেগের বিষয় নয়; এগুলি সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। ভারতীয় দর্শনে মানুষের জীবনের চারটি প্রধান লক্ষ্য বলা হয়েছে-ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এখানে অর্থ ও ভোগকে অস্বীকার করা হয়নি, কিন্তু সেগুলিকে ধর্ম বা নৈতিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, কিন্তু তা যেন অন্যের ক্ষতি করে না হয়; মানুষের ইচ্ছাপূরণ হবে, কিন্তু তা যেন সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস না করে। এই সামঞ্জস্যের শিক্ষা আজকের সমাজে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,"শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।" এই পূর্ণতা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক নয়; এটি নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিকও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্ত করে এবং তাকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত করে। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সত্য, অহিংসা এবং চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেবল ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং নৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। এই সমস্ত চিন্তাবিদের ভাবনার কেন্দ্রে দর্শনের মূল্যবোধই কাজ করেছে। আজকের সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। তথ্যের বিস্ফোরণের যুগে মানুষ তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু সবসময় জ্ঞান অর্জন করছে না। ভুয়ো খবর, গুজব, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং অসহিষ্ণুতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক মানুষ কোনো তথ্য যাচাই না করেই তা বিশ্বাস করছে এবং প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিতে দর্শনশাস্ত্রের সমালোচনামূলক চিন্তার শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দর্শন মানুষকে শেখায়-কোনো বক্তব্য সত্য কি না, তা যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তিনির্ভর চিন্তাই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

দর্শনের নীতিশাস্ত্র বা Ethics বর্তমান বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জিন প্রযুক্তি, পরিবেশ দূষণ, চিকিৎসা নৈতিকতা, ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং ডিজিটাল গোপনীয়তার মতো প্রশ্নগুলির উত্তর কেবল প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়ে সম্ভব নয়। একটি যন্ত্র তৈরি করা যায়, কিন্তু সেই যন্ত্র মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হবে নাকি ক্ষতির জন্য, সেই সিদ্ধান্ত একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত। একজন বিজ্ঞানী প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু সেই প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শন মানুষকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। উপনিষদে বলা হয়েছে- 'বাসুধৈব কুটুম্বকম -সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার। বুদ্ধ করুণার শিক্ষা দিয়েছেন। মহাবীর অহিংসার শিক্ষা দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন। এই সমস্ত শিক্ষা মূলত নৈতিক দর্শনের শিক্ষা। বর্তমান সমাজে ধর্ম, ভাষা, জাতি এবং সংস্কৃতির নামে বিভাজনের সময়ে এই মানবিক দর্শন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়; এটি একটি নৈতিক জীবনদর্শন। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় এবং ভ্রাতৃত্ব। এই মূল্যবোধগুলি কেবল সংবিধানের পাতায় লেখা থাকলে চলবে না; নাগরিকদের চরিত্রে তা প্রতিফলিত হতে হবে। দর্শন মানুষকে ভিন্ন মতকে সম্মান করতে, যুক্তির মাধ্যমে মতবিনিময় করতে এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে শেখায়। এই কারণে সক্রেটিস থেকে আম্বেদকর পর্যন্ত বহু চিন্তাবিদ দর্শনের চর্চাকে গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে দেখেছেন। দর্শন মানুষকে বিনয়ীও করে তোলে। সক্রেটিস বলেছিলেন, "আমি এটুকুই জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" এই উক্তির গভীর তাৎপর্য হলো, প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে অহংকারী করে না; বরং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে। বর্তমান সময়ে যখন মানুষ সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই আত্মগর্বে ভোগে, তখন দর্শনের এই বিনয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি বড় সমস্যা হলো জ্ঞান ও চরিত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ। আমরা দক্ষ মানুষ তৈরি করছি, কিন্তু সবসময় ভালো মানুষ তৈরি করতে পারছি না। দর্শনশাস্ত্র এই ব্যবধান দূর করতে পারে। এটি মানুষকে শেখায় যে জীবনের সাফল্য কেবল সম্পদ, পদমর্যাদা বা ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃত সাফল্য হলো ন্যায়পরায়ণ, সৎ, দায়িত্বশীল এবং মানবিক মানুষ হওয়া। বার্টান্ড রাসেল একবার লিখেছিলেন, 'The good life is one inspired by love and guided by knowledge.' অর্থাৎ, "সুন্দর জীবন হলো সেই জীবন, যা ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত।" এই উক্তির মধ্যেই দর্শনের সারবত্তা নিহিত। দর্শন মানুষকে জ্ঞান দেয়, কিন্তু সেই জ্ঞানকে মানবিক ভালোবাসা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করে।

পরিশেষে বলা যায়, দর্শনশাস্ত্র কোনো বিলাসী বৌদ্ধিক চর্চা নয়; এটি মানবসভ্যতার নৈতিক মেরুদণ্ড। বিজ্ঞান আমাদের শক্তি দেয়, প্রযুক্তি আমাদের সামর্থ্য বাড়ায়, অর্থনীতি আমাদের সমৃদ্ধ করে, কিন্তু দর্শন আমাদের শেখায় সেই শক্তি, সামর্থ্য এবং সম্পদ কীভাবে ন্যায়, সত্য এবং মানবকল্যাণের পথে ব্যবহার করতে হবে। যে সমাজ দর্শনের চর্চা করে, সেই সমাজ কেবল উন্নত নয়, প্রাজ্ঞও হয়। আর যে সমাজ দর্শনকে উপেক্ষা করে, সে সমাজ ধীরে ধীরে তার নৈতিক ভিত্তি, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মানবিক আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে। দর্শনশাস্ত্র কেন? কারণ দর্শন মানুষকে কেবল বাঁচতে শেখায় না, সার্থকভাবে বাঁচতে শেখায়; কেবল জ্ঞানী হতে শেখায় না, প্রাজ্ঞ হতে শেখায়; কেবল সফল হতে শেখায় না, সৎ ও মানবিক হতে শেখায়। বস্তুত, দর্শনশাস্ত্র ছাড়া শিক্ষা প্রাণহীন, দর্শনশাস্ত্র ছাড়া সমাজ দিকহীন এবং দর্শনশাস্ত্র ছাড়া সভ্যতা আত্মাহীন।

হতভাগিনী, সুশীলা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

আজকাল ইচ্ছে হয় যে বাকী জীবনটা পরিবারের সবার সাথে সুখে দুঃখে একসাথে একই আশ্রয়স্থলে কাটিয়ে দিতে। কেন জানি বুঝিয়া, যাযাবরের মতন আজ এখানে কাল ওখানে করতে আর মন চায়না আমার। মানসিক ভাবে বড়ই অসহায় হয়ে পড়ে যাই কখন ও কখনো অতগুলে বছর বিভিন্ন জায়গায় থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। ৪০ পেরিয়ে ৪১ এ পাঁ দিয়েছি সবেতেই।

ব্যাঙ্গালোরে একটি প্রাইভেট কোম্পানী তে চাকুরী করছি এখন ছুটি নিয়ে ১৫ দিনের জন্য আগরতলায় বাড়ী এসেছি। আমার স্ত্রী রিনি ও মেয়ে তাতন ওরা একমাস হয়েছে কটকে রিনির বাপের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসেছে। আমার বাবা প্রয়াত হয়েছেন ৫ বছর হলো। মা আর রিনি, তাতন, ওরাই বাড়ী থাকে। তাতন ক্লাস এইটে পড়ছে, তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়ী আসার সময় রির্টন টিকেট নিয়ে এসেছিলাম। বাড়ীতে এসেই মা, রিনি ও তাতনকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ী, উদয়পুর মায়ের বাড়ী, সিপাহীজলা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে এ খাওয়া দাওয়া এভাবেই বেশ আনন্দে কাটাচ্ছি। হাতে আছে আর মাত্র ২টে দিন। তারপর তো চলেই যাব আবার, আজকে অবশ্য সকাল থেকেই রিনি বিরিয়ানী মাংসের আয়োজনে ব্যস্ত।। সবাই একসাথে জমিয়ে খেয়েছি রিনির হাতের স্পেশাল খাবার বিরিয়ানী মাংস। মা বলেছে দেখেছিস আমার বৌমার হাতের জাদু কী স্বাদ রান্না তাই না বল, আজ কোথাও যাইনি আমরা। গল্পে গজবে হাসি মজাকে কথাবার্তায় বেশ রাত হয়ে গেছে। এদিকে মা বলছিল যা সবাই ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। বিছানায় শুয়ে রিনি খুব কাঁদছিল। আমি চলে যাবো তাই। তাতন তার মাকে জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে বাবা তুমি খুব সাবধানে থেকো, তোমার জন্য খুবই চিন্তা হয় আমার। সে যাই হোক যতদিন বাড়ীতে ছিলাম খুবই মজা, আনন্দে কাটিয়েছি সবাই। পরের দিন সকালে রিনির হাতের গরম গরম লুচি যায় পাঁয়েস খেআম সবাই দারুন খুবই সুস্বাদু। বিকেলে রিনিকে তাতনকে নিয়ে পুষ্পা -২ দেখতে গিয়েছিলাম দারুন মুভি একটা আলাদা অনুভূতি সকলেরি খুব ভালো লেগেছে মুভিটি। সবাই কোল্ড ড্রিঙ্কস ও এগরোল খেলাম। ফেরার সময় মার্কেটিং করে রিনি ও মায়ের জন্য কয়েকটা শাড়ী আর তাতনের জন্য ওয়ার্ক বুক, পেন ও জামা নিয়ে এসেছি। বাড়ী এসে মায়ের সাশেক সেই অনেক গল্প। আমি নাকী ছোটবেলায় মাকে জ্বালাতন করতাম। কোন কথাই শুনতাম না মায়ের। আজ ও বেশ রাত হয়ে গেছে আমাদের কাল সকালে তো চলেই যাবো ব্যাঙ্গালোরে।

তাই সকলে গল্পে গল্পে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল সকাল মুখ হাত ধোঁয়া ও স্নান সেরে সোজা মাকে প্রণাম করে রিনির হাতে গরম গরম লুচি আর আলুর দম তৈরী শুধু প্লেইটে চরাতে বাকি। সবাই বেশ মজা করে খেলাম। রিনির মনটা অনেকটি খারাপ আমি চলে যাবে তাই। রিনি লাগেজটা ঘুছিয়ে দিল। ঝটপাট তৈরী হয়ে নিলাম। তাতনকে আদর করে বেড়িয়ে পড়তেই অটো এসে হাজির। রিনিও আমার সাথে এয়ারপটো অব্দি গিয়েছিল। রিনিকে সান্তনা দিয়ে রিপোর্টিং এ চলে গেলাম। রিনিইর দুচোখ গড়িয়ে জল পড়ছিল। কী করবো, যেতে তো হবেই। আঁধ ঘণ্টা পর প্লেইন ছাড়লো। ঠিক সকাল ৯টা হবে সময়টা। প্রায় তিনঘন্টা পর ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্ট পৌছলাম। এয়ারপোর্ট এর বাইরে এসে রিনিকে ভিডিও কল করে আমার পৌঁছ সংবাদ জানালাম। সেখান থেকে টেক্সি ভাড়া করে সোজা আমার কোয়ার্টর এর সামনে আসলাম। লক খুলে ভীতরে প্রবেশ করে লাগজে রেখে বাথটপে গিয়ে মুখ, হাত পা ধুয়ে একটু খানি ফ্রেস হয়ে নিলাম। সুশীলা, এখনও আসেনি। দুপুর ২টায় আবার অফিস যেতে হবে। আজ ৬ ঘণ্টার সিফটিং ডিউটি। ২/৩ বার রিং করে কোন সারা পেলাম না। কী হলো আবার? এবার নিজেই সেদ্দভাত বসালাম। সুশীলার ভীষন জ্বর তাই হাসপালে ভর্তি হয়েছে আজ কয়দিন হলো। সুশীলারা খুব গরীব। মাধ্যমিক পাশ করার পর সুশীলা তার বাবার সাথে ব্যাঙ্গালোরে এসেছিল। তারা বাঙালী বস্তিতে ভাড়া থাকো। ওর বাবা সিকিউরিটি গার্ডে চাকুরী করতো। খুব কষ্টেই সংসার চলতো তাদের। রতনের সাথে ভালোবাসা করে বিয়ে হয়েছিল সুশীলার।

তার পর জানতে পারে যে, রতন একটা বখাট, মাতাল ছেলে। কিছুই করে না সে। মাস গেলে পরিচারিকার কাজ করে সুশীলা যা উপার্জন করে সেই অর্থ রতন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার থেকে। এই সমস্ত কারনেই সুশীলা আর পড়াশুনা করতে পারেনি, রতন, সুশীলার উপর খুবই অত্যাচার করে, মারধোরও করে কখনও কখনও।

আজ প্রায় ৪ বছর হলো এই সুশীলই আমার একার সংসারে রান্না বান্না, জামা কাপড় ধোঁয়া সবি করে দেয়। ওর বাবা মা কেউই বেঁচে নেই, তাই রতনের অত্যাচারে সুশীলা অতিষ্ট। সাংসারিক কাজকর্ম, আচর ব্যবহারে একদম নিখুত সরল, শান্ত স্বভাব এই সুশীলার। তাই মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে যেহেতু আমার কাজ করে সে তাই আমারও উচিত খোঁজখবর নিয়ে সব জানা। কী হলো সুশীলার। টানা ছয় ঘণ্টা ডিউটি সেরে রাত ৮টায় হাসপাতালে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি এক কোনে একটি বেডে সুশীয়া শয্যাশায়ী। স্বামী রতনকে দেখলতে গেলাম না একটি বারও। সুশীলার সারা শরীরে শুকনো রক্তের দাগ আর দুচোখ বেয়ে জল গরিয়ে পড়ড়ছে। সামনে কোন ডাক্তার, নার্স কেউই নেই। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সুশীলা।

আমাকে দেখেই কাঁদতে কাঁদতে সুশীলা বলছে রতন আমাকে খুব মেরেছে বাবু। আমি যে আর পারছি নাগো। আর পারছি না। হে ভগবান আমাকে নিয়ে যাও। আমার বেঁচে থেকে কী হবে বাবু। আমাকে তুমি বাঁচাও। আমি যে আর পারছি না গো। সুশিলাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমি আর সহা করতে পারিনি। একটু মানসিক সহানুভূতির আশাষ্টে কাঁদতে কাঁদতে সুশীলা বলছে আমার আর কেই নেই গো তুমি ছাড়া। এই কথা শোনার পর আমি সহ্য করতে পারিনি একদম। শোকে দুঃখে আমারও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পরল। হায় কি ধধাতা। এটাই কী সুশীলার অদৃষ্টের লিখন। যাকে জীবন দেবতা রূপে ভালোবেসে কি করেছিল সুশীলা আর আজ তার হাতেই অত্যাচারীত হয়ে হাসপাতালে বেডে দৈহিক যন্ত্রনায় শয্যাসায়ী। বিধির লিখন কেই খন্ডাতে পারে না। এতটাই কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপবাদ সব সহ্য করে এখন শেষে হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী এটাই কী সুশীলার প্রতি ভাগ্য দেবতার শেষ বিচার? আমি আর থেক্সে থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও নার্সদের সাথে কনসালট করে সুশীলার সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করি। মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে সুশীলার প্রতি যা যা করার তার সবটাই করি তার সুস্থ হয়ে উঠার জন্য। ধীরে ধীরে সুশীলা সুস্থ হয়ে উঠে। সুশীলার বর রতন একবারের জন্যও হাসপাতালে আসেনি। তার স্ত্রীকে দেখার জন্য এতটাই দুভার্গ্য সুশীলা। আমি আমার অফিস ডিটি ফাঁঃকে ফাঁকে এসে খোঁজ খবর নিতাম। যখনই তার কাছে আসতাম তার চোখ গড়িয়ে জল বেয়ে পড়ত। সুস্থ হবার পর সুশীলা তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়নি একবারও। আবার ও রতনকে ফোন করে তার সুস্থতার কথা জানাবার পরেও রতন তাকে নিতে আসেনি। পরে জানতে পারলাম যে রতন চুরির দায়ে থানার লক আপে। এমনকী জেল ও হতে পারে রতনের। এই অবস্থায় সুশীলাকে একা ছেড়ে দেওয়াটা কী ঠিক হবে? এদিকে দিন সাতেক পর হাসপাতাল থেকে সুশীলাকে ডিসচার্জ দেবার পর আমার কোয়ার্টার এ পাশের রুমে নিয়ে আসি। লোকনিন্দা আর সমাজ কৈফিয়ৎ এর কথা একবার ও ভাবিনি আমি। ডাক্তার বলছিল পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুদিন লাগবে সুশীলার। তাই ওর ঔষধ, খাবার সবই কিনে এনেছি। সুশীলাকে শুইয়ে দিয়েছি পাশের রুমে এর বিছানাতে। আজ আবার বিকেলে শিফটিং ডিউটি। ৩টে থেকে ৮টা অব্দি। রান্না ঘরে গিয়ে ভাবছি কি রান্না করবো আমার ও সুশীলার জন্য। একবার ভাবতে পারিনি যে, এই শারীরিক অবস্থার মধ্যেও সুশীলা বিছানা থেকে উঠে এসেছে আমার পেছন পেছন ও আমাকে বলছে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না আমার জন্য। তোমার স্নান খাওয়া হচ্ছে তো বাবু। পাবোনা আমায় ক্ষমা করে দিতে। আমার জন্য কেন এতো কিছু করছ তুমি? আমি নিরুত্তর কিছুই বলতে পারছি না ওকে। মনে মনে ভাবছি যে শুধু টাকার বিনিময়ে নয়। স্বামী রতনের হাতে এইভাবে অত্যাচারীত হয়েও এতগুলো বছর আমার একার সংসারে শান্ত সরল, শুশীলা নিরব হয়ে আমাকে আপন ভেবে এতো কিছুইও করেছে আমার রান্না খাওয়া থেকে শুরু করে কাপড় জামা ধোঁয়া সবই। এই শারীরিক কষ্টের মাঝে আজও অস্থির চিত্তে উঠে এসেছে কিছু একটা বলবে মনে করেও বলতে পারেনি সুশীলা, আজ এতটাই দুর্বল। একটা মুহুত্বের জন্য আমিও সুশীলার ভালোবাসার মায়ার আছন্ন হয়ে পরেছিলাম সবার অলেক্ষ্যে। সমাজ কী ভাবে কী নজর দেখবে আমাকে, সুশীলাকে। ও আমাকে বললো পরাবে না তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে একটি স্থান দিতে, একটু খানি আশ্রয় দিতে। কী গো বাবু পারবে না বল না? আমি তার প্রতি আমার মনের আকর্ষন ধীরে ধীরে ভালোবাসার মায়ায় আচ্ছন্ন হতে লাগলো। আমার দিকে এমন করুন দৃষ্টিতে তাকানো যে আমি একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। ও আমাকে বলল, তুমি ছাড়া তো এখন আমার আর কেউই নেই।

সুশীলা বেঁচে থাকার জন্য আমার কাছে শুধু একটু আশ্রয়ই চাইছিল না অন্য আরও কিছু ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তার এতোটাই ভালোবাসার করুন আবেদন আমার হৃদয় আপ্লুত হাতে ওর হাতে স্পর্শ হয়ে যায় তখনই। আমি অনাকাঙ্খিত ভাবে সুশীলার ভালোবাসায় জড়িয়ে পরি। ওকে ওর বিছানায় শুইয়ে দিতে গিয়েই সর্বাঙ্গন ঘেমে সিক্ত হয়ে গেল আমার, নিজের শোবার ঘরে চলে গেলাম। কিছুতেই ঘুম আর আসছিল না। কেবলই এপাশ ওপাশ আর ঘেমেই যাচ্ছি। নিজের আত্মকে প্রশ্ন ছুড়ে দেই। এটা কী হচ্ছে আমার সাথে? সুশীলার মায়ার বাঁধনে এক মুহুর্তের জন্যও ঠিক রাখতে পারছিলাম না। সুশীলার জন্য আজ অব্দি যত কিছুই করেছি তা কী যথেষ্ট নয়। একদিকে ওর ভালোবাসায় আমার অন্তর হৃদুআনুভব অন্যদিকে বিবেকর দংশন, কুঁড়ে খেতে লাগলো আমায়। রিনিকে কী জবাব দেবো? তাতবের কাছে ব্যক্তিত্বহীন পিতা, সমাজের কাছে অপরাধী। নিজেকে এক বিরাট প্রশ্নের মুখে এনে দাঁড় করিইয়েছি। বড়ই অসাহয়ত্বের হৃদয় আত্মাকে কঠোর রাখতে পারিনি আমি হঠাৎ অফিস এর বস এর ফোন আসে। কাল আবার টানা ৬ ঘন্টার সিফটিং ডিউটি তাই সময় মতো আসতে। ঘুম আসছে না আমায়, মায়ের কথা, রিনির স্মৃতি ভালোবাসা, তাতনের কথা। খুবই ছোট মনে হতে লাগলো তাদের কাছে। ওরা তো আমার প্রতি খুবই বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল। ওদের কী করে বোঝাই, কোন ভাষা খুজে পাচ্ছিলাম না।

সারাটা রাত এভাবেই কাটিয়ে দিলাম। ভাবলাম সুশীলা তো খাবার খেয়ে ও ঘরে ঘুমিয়েই আছে। ওকে না ডাকাই ভালো। কিছুতেই মন মান ছিল না আমার। যাই হোক সকালে বিছানা হতে উঠে হাত মুখা ধুয়ে রিনিকে ফোন করার জন্য মোবাইলটা হাতে নিলাম। টি টেবিলে বিস্কুটের প্যাকটটা আছে সেটা হাতে নিতে গিয়েই দেখি একটা ভাঁজ করা কাগজ বিস্কুটের কোঠায় নীচে চাঁপা দেওয়া। কাগজটা হাতে নিতে গিয়ে যেই মুখে ঘুরালাম ওমনিতেই চোখ পরল যে ঘরে সুশীলা ঘুমিয়ে আছে সেই ঘরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অন্য সময় ভারী পর্দা দেওয়া থাকে। তখনই আমার কেমন জনি মনে হোল এবং সুশীলাকে ডাকতে থাকি। অনেক ভাঙ্গভাজির পরও কোন সারাশব্দ না পেয়ে এবার দরজাটা ভাঙ্গতে উদ্যত হই। যেই মাত্র একটা গাট ভাঙ্গলাম তখন দেখি সুশীলারাই পড়ার শাড়ীর লম্বা লম্বা ২ টুকরোর একভাগের এক প্রান্ত দরজার ভেতরের হ্যান্ডেলে বাঁধা আর অন্য একটি চেয়ারের পায়ে বাঁধা বাকি লম্বাটা টুকরোর অন্য ভাজ টির একপ্রান্ত গলায় বেঁধে উপরের শিলিং ফ্যানটাতে বাঁধা। যেমাত্র বাইরে থেকে একপাট ধরে টানেন্ট যাই অমনি চেয়ারটা টানে সবে আসে। সাথে সাথেই ফ্যান থেকে পুরা দেহটা ঝুলে পড়ল। দরজা থেকে কিছুটা দুর তাই দৌড়িয়ে সামনে যেতে যেতেই সব শেষ। পারলাম না ওকে বাঁচাতে। সারাটা শরীর প্রচন্ড কাঁপছিল সুশীলার। একা একা অনেক কষ্টে নামিয়ে এনে বিছানায় শোয়ালাম। ততক্ষনে সবই শেষ। ডাক্তার কে ফোনটা করে কোন লাভ হনি। অনেক দেরী হয়ে গেছে। রতনকে ফোন করি।

স্বামী রতন কোন উত্তর দা দিয়ে ফোন কেটে দিয়েছে। অথচ সুশীলা এই রতনকেই ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আর আজ সুশীলার কতবড় দুঃভাগ্য। হতভাঘীনি, কোথাও মনের মতো মানুষের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। এটাই কী তার অপরাধ। একটু ভালোবাসা চেয়েছিল এটাই কী তার অপরাধ। একটি ভালোবাসা চেয়েছিল বাঁচার জন্য। ঈশ্বর তাকে এস্ত দেয়নি। কতটা কষ্টেরজীবন সুশীলার। অবশেষে নিজের হাতেই নিজেকে শেষ করেছিল। আমি আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে যা করেছি ওর জন্য তার সবটাই মানবিক দৃষ্টি কোন হতে। এর বেশী আমি পারিনি কারন আমি যে দায়বদ্ধ স্বামী রিনির কাছে তাতনের কাছে ভালো একজন বাবা।

দুপুর ১টা বেজেছে। এমন সময় আমি আমার অফিস এর দুই বন্ধুকে কল করি। তিন বন্ধু সুশীলাকে কাঁধে চাপিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাই সৎকার করার জন্য। তবুও আমি অযোরে কাঁদতে কাঁদতে অন্তোষ্ট্রি ক্রিয়া সম্পন্ন করি। আমার সেবায় সন্তুষ্ট হবে সুশীলাকে আমাকে তার হৃদয় গভীরে ভালোবেসে ফেলে দিল তা আমি বুঝতেই পেরে ওকে বুঝিয়েছিলাম আমার অবস্থা। তার মনের বাসনা আমি রাখতে পারিনি। এটাই কী আমার অপরাধ। আর তাই পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে সেই একাজ করল। তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি ঈশ্বরের কাছে তার বন্ধু হিসাবে মনের মানুষ হয়ে কাগজে লেখা চিঠিতে লিখে দিয়েছিল বাবু সত্যি তুমি খুব ভালো মনের মানুষ। আমার জন্য কি না করোছো তুমি।

আমার অসুস্থ অবস্থায় তুমি ছিলে একমাত্র সহায়। কেন বাবু কেন? এতো কিছু করলে তুমি আমার জন সত্যি তোমাকে ভিষন ভালোবেসেছিলাম আমি। আমার এই ভুলের ক্ষমা করো তুমি। তোমার কাছে আশ্রয় চেয়ে বাকী জীবনটা কাটাবো হয়ত আমি ভেবেছিলাম তাই শুধু আমি অনুতপ্ত আজ। তোমার স্ত্রীর, কন্যার কথা ভেবে আমার এই আত্মহত্যার সংকল্প নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। বেঁচে থেকে কি লাভ? তাই তোমাদের সবার কাছ থেকে চির বিদায় নিলাম। যদি পারো ক্ষমা করে দিও। তোমাদের হতভাগিনী সুশীলা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গোমতী মিল্ক ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মেয়র। ছবি নিজস্ব।

বহুমুখী সহযোগিতা আরও জোরদারে সম্মত ভারত ও পাপুয়া নিউ গিনি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (আইএএনএস): উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, রাজনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়-সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিদেশ দফতর পর্যায়ের বৈঠকে (এফওসি) আলোচনা করল ভারত ও পাপুয়া নিউ গিনি (পিএনজি)। বৈঠকে দুই দেশই সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একমত হয়েছে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিশ্বেশ নেগি এবং পাপুয়া নিউ গিনির প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির বিদেশ দফতরের সচিব এলিয়াস ওহেঙ্গু।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''দুই পক্ষ উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, রাজনৈতিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করেছে। পাশাপাশি বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে।''

প্রথম বিদেশ দফতর পর্যায়ের বৈঠক ২০২২ সালে পোর্ট মোরসবি-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পরবর্তী দফার আলোচনা সুবিধাজনক সময়ে পোর্ট মোরসবিতেই আয়োজন করা হবে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা পাপুয়া নিউ গিনির স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে সরকারি সফরে সে দেশে গিয়েছিলেন।

সেই সফরে তিনি পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ভারতের জনগণের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন।

মার্ঘেরিটা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পাপুয়া নিউ গিনির গভর্নর-জেনারেল স্যার বব বোফেং দাদায়ে-কে চিঠি পাঠিয়ে স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐতিহাসিক পাপুয়া নিউ গিনি সফরের পর দুই দেশের সম্পর্ক নতুন গতি পায়। সেই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করা, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে দুই দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি পোর্ট মোরসবিতে তাঁর পাপুয়া নিউ গিনির সমকক্ষ জেমস মারাপের সঙ্গে যৌথভাবে তৃতীয় ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সহযোগিতা ফোরাম (এফআইপিআইসি) শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

২০১৪ সালে শুরু হওয়া এফআইপিআইসি-তে ভারত ছাড়াও ১৪টি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে ফিজি, সামোয়া, টোঙ্গা, ভানুয়াতু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ-সহ অন্যান্য দ্বীপরাষ্ট্র।

মোদিকে অপমান মানে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে অপমান: সঞ্জয় রাউতের মন্তব্যে পাল্টা বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে নিয়ে সঞ্জয় রাউত-এর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শনিবার পাল্টা আক্রমণ শানাল বিজেপি। দলের দাবি, নির্বাচনে বারবার পরাজিত হওয়ার হতাশা থেকেই ইন্ডিয়া জোটের নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছেন।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি এক্স-এ পোস্ট করে রাউতের মন্তব্যের নিন্দা করেন। তিনি লেখেন, ''রাহুল গান্ধীর আর এক প্রিয় অনুচর আবার প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অপমান করছেন, কারণ নির্বাচনী লড়াইয়ে তাঁকে হারাতে পারেন না। সঞ্জয় রাউত প্রধানমন্ত্রীকে 'অঘোরী' বলছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অপমান করা মানে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে অপমান করা, যারা তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখেছেন। শিবসেনা (ইউবিটি)-র ভবিষ্যৎ সবার সামনেই স্পষ্টচিরস্থায়ী পরাজয়।''

তিনি আরও লেখেন, ''কংগ্রেস এবং তাদের তথাকথিত মিত্ররা মোদি-বিরোধিতায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে।''

একটি ভিডিও বার্তায় ভান্ডারি অভিযোগ করেন, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ এবং পরিবারতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করছেন। তাঁর কথায়, ''পুরো ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অপমান করছে, কারণ তারা নিজেদের পরিবার এবং রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। সঞ্জয় রাউত হোন বা অন্য কোনও বিরোধী নেতা, তাঁরা শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, ১৪০ কোটি ভারতীয়কেও অপমান করছেন, যারা বারবার তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা ইতিহাসের বিভাজনমূলক ও ধ্বংসাত্মক চরিত্র, যেমন ঔরঙ্গজেব ও গজনির মতো ব্যক্তিত্বদের থেকে অনুপ্রেরণা নেন।''

বিজেপির এই প্রতিক্রিয়া আসে পুনেতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সঞ্জয় রাউতের করা মন্তব্যের পর। রাউত দাবি করেন, ''দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো নিষ্ঠুর ও নির্মম নেতা আর হতে পারে না।'' তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর রাজনীতির সূচনার পর থেকেই দেশে ''রাজনৈতিক বিকৃতি'' চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ রাউত আরও দাবি করেন, বিজেপির অভ্যন্তরে অসন্তোষ বাড়ছে। তবে অনেক নেতা ইডি এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না।

মোদির সফর ঘিরে উচ্ছ্বসিত ফ্রান্সের ভারতীয় প্রবাসীরা, 'নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি'

নিস (ফ্রান্স), ১৩ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ফ্রান্স সফরকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন। পাশাপাশি মোদির নেতৃত্বে ফ্রান্সে ভারতীয়দের মর্য্যাদা ও সম্মানও বেড়েছে বলে তাঁদের দাবি।

প্রধানমন্ত্রীর নিসে পৌঁছানোর আগে ভারতীয় সম্প্রদায়ের একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে আইএএনএস।

একজন প্রবাসী ভারতীয় বলেন, ''ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিসে আসছেন, এতে আমি খুবই আনন্দিত। এটা আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয়।''

আরেক প্রবাসী শুভম জানান, ''দু'বছর আগে আমি নিসে এসেছি। এখানে একটি রেস্তোরাঁয় শেফ হিসেবে কাজ করি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখানে আসছেন, এতে আমি খুব খুশি। বিদেশি দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুব ভালো।''

তিনি আরও বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদির বিভিন্ন দেশ সফরের ফলে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের বহু দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। আগে অনেকেই ভারত সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন না। এখন মানুষ ভারতকে চেনে এবং আমাদের দেশ সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী।''

শুভমের মতে, ফ্রান্সে ভারতীয়রা চিকিৎসা ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সুযোগ-সুবিধা পান। ''এখানকার মানুষ ভারতীয়দের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখেন। এই প্রথম আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সরাসরি দেখতে পাব। এটা আমাদের সৌভাগ্য,'' বলেন তিনি।

আরেক প্রবাসী বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী এখানে আসছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। তিনি ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং বহু ভারতীয় তাঁকে দেখতে আসবেন। দুর্ভাগ্যবশত কাজের কারণে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না, তবে তাঁর সফরে আমি অত্যন্ত খুশি।''

তৃতীয় এক প্রবাসী জানান, ''আমি ভারতীয়, তাই এই সফর আমাকে গর্বিত করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। তিনি বহুবার কলকাতায় গিয়েছেন, কিন্তু কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাইনি।''

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফ্রান্স ও স্লোভাকিয়া সফরে যাচ্ছেন। ফ্রান্স সফরকালে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ১৩ ও ১৪ জুন তিনি নিস সফর করবেন। পরে ১৬ থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত প্যারিস এবং এভিয়ান-লেস-বেইন্স-এ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

১৪ জুন নিসে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হবে।

এরপর ১৪ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদি স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো-এর আমন্ত্রণে সে দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন। ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্লোভাকিয়া সফর করতে চলেছেন।

ছত্তীসগঢ়ে বড় নকশাল চক্রান্ত ভেস্তে দিল সিআরপিএফ, উদ্ধার বিপুল অস্ত্র ও বিস্ফোরক

রায়পুর, ১৩ জুন (আইএএনএস): ছত্তীসগঢ়ে নকশালবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত যৌথ অভিযানে বিজাপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নকশালদের আটটি অস্ত্র ও গোলাবারুদের গোপন ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং আইইডি তৈরির সরঞ্জাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কমান্ড্যান্ট আনন্দ কুমার-এর নেতৃত্বে একটি যৌথ বাহিনী বিজাপুর জেলার পিডিয়া ও কুপ্পাগুড়া এলাকার অন্তর্গত আদ্রি, হাররা এবং মাদুমপারা গ্রামের ঘন জঙ্গলে অভিযান চালায়।

অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ধাপে ধাপে তল্লাশি চালায়, যাতে কোনও দিক দিয়ে নকশালরা পালাতে না পারে। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়, যা ভবিষ্যতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলায় ব্যবহার করা হতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার (বিজিএল) রাইফেল, একটি ৮ মিমি রাইফেল, একটি ১২-বোর রাইফেল এবং ২১টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)। এছাড়াও আইইডি তৈরির জন্য ব্যবহৃত কর্ডেক্স তার, সেফটি ফিউজ, বৈদ্যুতিক তার, এয়ারগানের গুলি এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জামও উদ্ধার হয়েছে।

পাশাপাশি নকশালদের ব্যবহৃত পোশাক-সহ মোট ৫৮টি বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, এই উদ্ধার অভিযানের ফলে এলাকায় অস্থিরতা তৈরির একটি বড় চক্রান্ত ভেস্তে গেছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আদ্রি-হাররা-মাদুমপারা অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই নকশালদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তবে সিআরপিএফের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে এলাকায় নকশাল প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে উন্নয়নমূলক কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অভিযানে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, যা বাহিনীর সতর্ক ও নিখুঁত পরিকল্পনারই প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, সমান্তরাল আরেকটি অভিযানে গারিয়াবন্দ জেলায় ডান্ডাইপানি জঙ্গলে নকশালদের আরেকটি সম্ভাব্য গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান পায় সিআরপিএফ ও পুলিশ। বোমা সনাক্তকরণ এবং নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড (বিডিডিএস) সেখানে ৪ কেজি ওজনের একটি প্রেসার আইইডি এবং একটি কুকার আইইডি শনাক্ত করে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে।

এছাড়া একটি ভরমার রাইফেল, ইন্টারসেপ্টর, ইউবিজিএল রাউন্ড, ম্যাগাজিন, কর্ডেক্স তার, বারুদ, আতশবাজি, ওষুধপত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে।

সিআরপিএফ জানিয়েছে, ছত্তীসগঢ়কে নকশালমুক্ত করতে এবং রাজ্যে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

অসমে বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনা: পাঁচ জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ খাড়্গে ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (আইএএনএস): অসমে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি এএন-৩২ পরিবহণ বিমানের দুর্ঘটনায় পাঁচ বায়ুসেনা কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা। তাঁরা নিহত জওয়ানদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ খাড়্গে লেখেন, ''অসমে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনায় পাঁচ বীর সেনার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই দুঃসময়ে তাঁদের পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আমরা তাঁদের সেবা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগকে স্যালুট জানাই এবং তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের কাছে দেশ চিরঋণী থাকবে।''

অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাডরা লেখেন, ''অসমে বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনায় পাঁচ সাহসী সেনার শহিদ হওয়ার খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ঈশ্বর যেন তাঁদের আত্মার শান্তি প্রদান করেন। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।''

তিনি আরও বলেন, ''আমাদের সাহসী সেনা এবং তাঁদের পরিবারের কাছে দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে।''

প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ অসমের জোরহাট বিমান বাহিনী স্টেশন-এ অবতরণের সময় ভারতীয় বায়ুসেনার একটি আন্তোনভ আন-৩২ পরিবহণ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অবতরণের পরপরই বিমানটিতে আগুন লেগে যায়।

ভারতীয় বায়ুসেনা এক বিবৃতিতে জানায়, ''আজ সকাল প্রায় ১০টায় অসমের যোরহাটে একটি নিয়মিত উড়ান চলাকালীন বায়ুসেনার একটি এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও প্রাথমিক তদন্তের কাজ চলছে। প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল না আসা পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।''

পরে প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে নিহতদের পরিচয় এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

ভারতীয় বায়ুসেনাও শোক প্রকাশ করে জানিয়েছে, ''এই প্রাণহানির ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং শোকের এই সময়ে নিহতদের পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছি।''

দুর্ঘটনার কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ ও বায়ুসেনার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন এবং প্রাথমিক তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সোভিয়েত আমলে তৈরি এএন-৩২ বিমান বহু দশক ধরে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্যতম প্রধান পরিবহণ বিমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সংলগ্ন দুর্গম ও উচ্চ পার্বত্য এলাকায় এই বিমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভরাডুবির পর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি, জেলা ভিত্তিক পরামর্শ কর্মসূচির পথে এআইএডিএমকে

চেন্নাই, ১৩ জুন (আইএএনএস): ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফলের পর আত্মসমালোচনায় নামতে চলেছে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (এআইএডিএমকে)। দলীয় নেতৃত্ব, পদাধিকারী এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের নিয়ে জেলা ভিত্তিক বিস্তৃত পরামর্শ কর্মসূচি শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, যাতে নির্বাচনী ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে পুনরুজ্জীবনের রূপরেখা তৈরি করা যায়।

দলের শীর্ষ সূত্রের খবর, চলতি বিধানসভা অধিবেশন শেষ হওয়ার পর এই আলোচনা শুরু হতে পারে। এর ফলে আইনসভার কাজে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছে নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার আগামী ১৮ জুন বিধানসভায় ভাষণ দেবেন। প্রায় পাঁচ দিনব্যাপী অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই পরামর্শ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদিও এই কর্মসূচির চূড়ান্ত রূপরেখা এখনও নির্ধারিত হয়নি, তবে দলের অনেকেই আশা করছেন, এর মাধ্যমে খোলামেলা ও সৎ আলোচনা সম্ভব হবে। সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের মতে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভরাডুবির কারণ সম্পর্কে জেলা স্তরের নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে সরাসরি মতামত নেওয়া উচিত।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও দলীয় গবেষকদের মতে, নির্বাচনী ফলাফলের নিরপেক্ষ ও বিস্তৃত পর্যালোচনা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এই আত্মসমীক্ষা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনী ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এআইএডিএমকে মাত্র ৪৭টি আসনে জয় পেয়েছে। ৪৪টি আসনে দ্বিতীয় এবং ৮১টি আসনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে দলটি। তবে গবেষকদের মতে, এই আসনগুলির অনেকগুলিতেই এখনও দলের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় স্থান পাওয়া ৪৪টি আসনের মধ্যে ২৮টিতে দল ৩০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পেয়েছে। একইভাবে, যেখানে তৃতীয় স্থান পেয়েছে সেই ৮১টি আসনের মধ্যে ৩২টিতে এআইএডিএমকের ভোটের হার ২৫ শতাংশের বেশি ছিল।

কাঞ্চি পুরম, কাটপাডি, ভান্দাবাসি, কল্লাকুরিচি, ভেপ্পানাহল্লি, উদুমালপেট, থুরাইয়ুর, পুম্পুহার, শোলাবন্দন এবং শ্রীবৈকুন্তম-এর মতো কেন্দ্রগুলিকে পুনরায় সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দলীয় মহলে কিছুটা স্বস্তির কারণ হল, দলের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে. পালানিস্বামী রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, সামগ্রিক ভোটের হার কমে যাওয়ার বিষয়টি এআইএডিএমকের উপেক্ষা করা উচিত নয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসনগুলিতে এআইএডিএমকের ভোটের হার ছিল ৪০.৪৮ শতাংশ। সর্বশেষ নির্বাচনে তা নেমে এসেছে ২৮.৭ শতাংশে।

তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় এখনও দলের সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী রয়েছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আত্মসমালোচনা ও পুনর্গঠনের এই উদ্যোগ এআইএডিএমকেকে আবারও রাজ্যের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হতে পারে।

আনন্দনগর স্কুলে ক্লাসরুমে ধর্ষিতা স্কুল ছাত্রী এবং মেডিক্যাল কলেজে যুবতীর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ডিওয়াইএফআই'র বিক্ষোভ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জাম দিয়ে বানান বাচ্চার জন্য পুষ্টিকর ক্যান্ডি

জাম ড্র্যাগন ফ্রুট গামি রেসিপি ট্রাই করে এই গরমে বাচ্চাদের জিভে জল আনা পুষ্টিকর ক্যান্ডি উপহার দিতে পারেন। অনেক বাচ্চাই ফল খেতে একদম পছন্দ করে না, আর তাদের জন্যই ফুড ইনফ্লুয়েন্সার শ্বেতা নিয়ে এসেছেন এক দারুণ উপায়। মরশুমি ফল জাম এবং ফাইবার সমৃদ্ধ ড্র্যাগন ফ্রুট দিয়ে তৈরি এই সফট ক্যান্ডি বা গমিজ যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিগুণে ভরপুর। কোনও কৃত্রিম রং বা চিনি ছাড়াই ঘরোয়া পদ্ধতিতে ঝটপট বানিয়ে ফেলা যায় এই হেলদি ক্যান্ডি। তাই বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে বানিয়ে দিতেই পারেন এই ক্যান্ডি। গরমের মরশুমে বাচ্চারা ফল খেতে না চাইলে তাদের জন্য তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর জাম ক্যান্ডি। এই দুই ফলের পুষ্টিগুণে ঠাসা ক্যান্ডি যেমন দেখতে আকর্ষণীয়, তেমনই খেতেও চমৎকার হওয়ায় বাচ্চারা বিন্দুমাত্র বায়না না করে আনন্দের সঙ্গে খেয়ে নেবে।

এই পুষ্টিকর ঘরোয়া ক্যান্ডিটি তৈরি করতে আপনার রান্নাঘরে খুব সামান্য কিছু উপাদানের প্রয়োজন হবে। এর জন্য লাগবে ৫০০ গ্রাম তাজা জাম, ২টি ড্র্যাগন ফ্রুট, ১ বড় চামচ সুগার-ফ্রি সুইটনার এবং ৩ বড় চামচ চিয়া সিডস। এর সঙ্গেই স্বাদ ও টেক্সচার পারফেক্ট করার জন্য লাগবে ১টি পাতিলেবুর রস এবং ১ ছোট চামচ আগার-আগার পাউডার। ক্যান্ডি তৈরির প্রথম ধাপে ফলগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে প্রসেস করে নিতে হবে। প্রথমে জামগুলো জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সেগুলোর ভেতরের বীজ সাবধানে বের করে আলাদা করে রাখুন। একইভাবে ড্র্যাগন ফ্রুটের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে সেটিকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে একটি পাত্রে গুছিয়ে রেখে দিন।

এবার জামের নরম শাঁস বা পাল্প এবং কেটে রাখা ড্র্যাগন ফ্রুটের টুকরোগুলো একসঙ্গে একটি ব্লেন্ডারের পাত্রে ঢেলে দিন। ব্লেন্ডার চালিয়ে ফল দুটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো করে ব্লেন্ড করুন, যতক্ষণ না একটি মসৃণ ও ঘন মিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। খেয়াল রাখবেন মিশ্রণের মধ্যে যেন ফলের কোনও বড় টুকরো বা দানা আস্ত থেকে না যায়।

ফল ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে মিশ্রণটি একটি প্যানে ঢালুন এবং মাঝারি আঁচে গ্যাস অন করে দিন। এবার এই মিশ্রণের মধ্যে একে একে সুগার-ফ্রি সুইটনার, চিয়া সিডস, লেবুর রস এবং আগর-আগর পাউডার ভালো করে মিশিয়ে নিন। হালকা থেকে মাঝারি আঁচে মিশ্রণটিকে ৫ থেকে ৭ মিনিট পর্যন্ত অনবরত চামচ দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ ফোটার পর যখন মিশ্রণটি বেশ ঘন হয়ে আসবে এবং আগার-আগার পাউডারটি সম্পূর্ণ গলে মিশে যাবে, তখন গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দিন। এবার একটি সিলিকন গামি মোল্ড অথবা সাধারণ চারকোণা ট্রের ওপর এই গরম মিশ্রণটি ঢেলে একটু মোটা লেয়ার করে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। এরপর ক্যান্ডির এই মিশ্রণটি পুরোপুরি সেট হওয়ার জন্য ২ থেকে ৩ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ১০০ গ্রাম ড্র্যাগন ফ্রুটে প্রায় ৩.১ গ্রাম ফাইবার থাকে যা হজমের জন্য দারুণ উপকারী। এছাড়াও এই বিদেশি ফলটি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ফোলেট এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি-এর অন্যতম সেরা উৎস। ফলে এই ক্যান্ডি খাওয়ার মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে নানাবিধ প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের ঘাটতি পূরণ হয়।

অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ১০০ গ্রাম জাম থেকে দৈনিক চাহিদার প্রায় ১০ শতাংশ ভিটামিন সি, ১.৬ শতাংশ ভিটামিন এ এবং ৪.৭ শতাংশ ভিটামিন কে পাওয়া সম্ভব। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গরমের দিনে শরীরকে সুস্থ রাখতে মরশুমি ফল হিসেবে জামের জুড়ি মেলা ভার। তাই আর দেরি না করে আজই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন পুষ্টি ও স্বাদের এই অনবদ্য জুগলবন্দি।

ফেলে দেওয়া বোতল দিয়ে বানিয়ে ফেলুন রাজহাঁস

ঘরের গাছগুলির জন্য বারবার নতুন টব কেনার খরচ না বাড়িয়ে এবার একটু অন্যরকম কিছু করে নিতে পারেন। একটি খালি প্লাস্টিকের ডিটারজেন্টের বোতল দিয়েই ঘরে বসে তৈরি করুন চমৎকার রাজহাঁস প্ল্যান্টার। এই সহজ কাজের জন্য লাগবে একটি হ্যান্ডেলযুক্ত ডিটারজেন্ট বোতল, মার্কার পেন, ধারালো ছুরি এবং ড্রিল মেশিন।

প্রথমে প্লাস্টিকের বোতলটি ভালো করে ধুয়ে তার ওপর লেগে থাকা লেবেলটি পুরোপুরি পরিষ্কার করুন। এরপর পার্মানেন্ট মার্কার পেন দিয়ে বোতলের একপাশে একটি সুন্দর রাজহাঁসের অবয়ব বা স্কেচ তৈরি করে নিতে পারেন। বোতলের হ্যান্ডেলটিকে রাজহাঁসের লম্বা গলা এবং মুখের অংশ হিসেবে ব্যবহার করুন, এতে দেখতে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় লাগবে। বোতলের দুই পাশে সমান মাপে সুন্দর দুটি ডানা ও পেছনের লেজের অংশ চিহ্নিত করুন। একটি বড় রাজহাঁসের সঙ্গে ছোট কয়েকটি হাঁসের ছানাও এঁকে করে নিতে পারেন বোতলের অন্য পিঠে। দুই দিকে দুটি রাজহাঁসের মুখ মুখোমুখি এঁকে ভালোবাসার হার্ট সাইনও তৈরি করে নিতে পারেন।

স্কেচ আঁকার কাজ শেষ হয়ে গেলে একটি অত্যন্ত ধারালো পেপার কাটার বা ইউটিলিটি নাইফ সংগ্রহ করুন। এবার মার্কারের দাগ বরাবর খুব সাবধানে এবং নিখুঁতভাবে প্লাস্টিকের বোতলের বাড়তি অংশটি কেটে পরিষ্কার করুন। হাঁসের মুখ, ঠোঁট এবং ডানার বাঁকানো অংশগুলি কাটার সময় তাড়াহুড়ো না করে কিছুটা বাড়তি সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে এই কাজটি করে নিতে পারেন।

কাটা অংশটি আলাদা করার পর এবার টবের নিচে জল নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি ছিদ্র করুন। এর জন্য একটি সোল্ডারিং আয়রন গরম করে বোতলের তলায় কয়েকটি হোল তৈরি করে নিতে পারেন। সোল্ডারিং আয়রন না থাকলে গ্যাসের আগুনে স্ক্রু-ড্রাইভার গরম করে কিংবা সাধারণ ড্রিল মেশিন ব্যবহার করুন।

রাজহাঁসটিকে আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে এর ঠোঁট এবং চোখে রঙের ছোঁয়া ব্যবহার করুন। লাল, কমলা বা কালো রঙের মার্কার অথবা ওয়াটারপ্রুফ কালার দিয়ে ঠোঁটের অংশটি সুন্দর করে রঙিন করে নিতে পারেন। নতুন রাজহাঁস প্ল্যান্টার এখন গাছ লাগানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাই এবার আপনার পছন্দমতো যে কোনও ইনডোর প্ল্যান্ট নির্বাচন করুন। টবের নিচে কিছুটা তাজা পটিং মিক্স বা সারমাটি দিয়ে অর্ধেক অংশ প্রথমে ভালো করে ভর্তি করুন। এরপর পুরনো টব থেকে গাছটি আলতো করে বের করে শিকড়ের বাড়তি মাটি ঝেড়ে এই নতুন টবে প্রতিস্থাপন করে নিতে পারেন। গাছের চারপাশে বাকি মাটিটুকু দিয়ে আলতো চেপে দিন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করুন। ঘরের টেবিল, ব্যালকনি কিংবা জানালার পাশে এই টবটি রাখার সময় নিচে একটি ছোট প্লেট বা সসার ব্যবহার করুন। এই সহজ ঘরোয়া উপায়ে নিজের হাতে তৈরি অভিনব রাজহাঁস প্ল্যান্টার দিয়ে বসার ঘরের ভোলবদল করে নিতে পারেন।

বাগান ছাড়াই সারা বছর রসুন ফলানো সম্ভব

রান্নায় রসুনের কদর সব সময়ই আলাদাই থাকে। ফ্ল্যাট বাড়িতে বা ঘরের ভেতরেই কোনও বাগান ছাড়াই এখন সারা বছর টাটকা রসুন ফলানো সম্ভব। বিশেষ করে সফটনেক জাতের রসুন ঘরের ভেতরের পরিবেশের সঙ্গে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারে।

রসুন চাষের জন্য প্রথমেই বেছে নিতে হবে একদম তাজা ও শক্ত অর্গানিক রসুনের কোয়া। সুপারমার্কেটের রাসায়নিক স্প্রে করা রসুন এড়িয়ে চলাই ভালো কারণ সেগুলোতে সহজে অঙ্কুরোদগম হতে চায় না। গাছকে শক্তিশালী করতে সবসময় বড় এবং অক্ষত কোয়া বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রসুন লাগানোর জন্য অন্তত ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি গভীর এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা যুক্ত একটি টব বা পাত্র বেছে নিন। এবার পাত্রটি জল নিষ্কাশন উপযোগী উর্বর মাটির মিশ্রণ দিয়ে ভালোভাবে পূর্ণ করুন। এর সঙ্গে প্রয়োজন হবে একটি ওয়াটারিং ক্যান এবং পর্যাপ্ত আলোর জন্য একটি সাধারণ গ্রো লাইট।

প্রথমে গোটা রসুন থেকে প্রতিটি কোয়া আলাদা করে আলগা করে নিন। এবার প্রতিটি কোনাকৃতি বা সুচালো অংশটি উপরের দিকে রেখে মাটির ১-২ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে দিন। প্রতিটি কোয়ার মধ্যে ৩-৪ ইঞ্চি দূরত্ব বজায় রেখে হালকা জল দিন যেন মাটি ভিজে যায়।

টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে প্রতিদিন অন্তত ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। মাটি যেন সবসময় আর্দ থাকে তবে অতিরিক্ত জল জমে যেন কাদা না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। মাটির উপরের স্তর শুকিয়ে গেলে তবেই পুনরায় জল দেওয়ার নিয়ম মেনে চলুন।

গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রতি ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর পর হালকা ও সুষম সার ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের তাপমাত্রা ৬০ থেকে ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে থাকলে এই গাছের বৃদ্ধি চমৎকার ভাবে হয়ে থাকে। সবদিকের সমান বৃদ্ধির জন্য মাঝেমধ্যে টবটি ঘুরিয়ে দেওয়া এবং পোকামাকড়ের দিকে নজর রাখা জরুরি। গাছের পাতা যখন ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা হবে তখন রান্নার গ্রিনসের জন্য কিছু অংশ কেটে নিতে পারেন। তবে রসুনের সম্পূর্ণ কোয়ার জন্য আপনাকে প্রায় ৬ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যখন নিচের দিকের পাতাগুলো শুকিয়ে হলুদ হয়ে আসবে তখন বুঝবেন রসুন তোলার সময় হয়ে গিয়েছে। মাটি থেকে রসুনগুলো সাবধানে টেনে তুলুন এবং গায়ে লেগে থাকা বাড়তি মাটি আলতো করে ঝেড়ে ফেলুন। এরপর রসুনগুলোকে ঠান্ডা ও শুকনো কোনও জায়গায় ২ থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য শুকিয়ে নিতে হবে। এই সহজ উপায়ে ঘরেই তৈরি হয়ে যাবে আপনার নিজস্ব অর্গানিক রসুন।

বেশি জাম খেলে কী কী বিপদ হতে পারে?

গরমে কালো জাম কার না জিভে জল এনে দেয়! পটাশিয়াম, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামে ঠাসা এই ফলটি এক নিমেষেই শরীরের ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ানো থেকে শুরু করে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, সব কিছুতেই জামের জুড়ি মেলা ভার। বাজারে ইতিমধ্যেই এই ফলের দেখা মিলতে শুরু করে গিয়েছে। তবে এই অমৃত সমান ফলটিই কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি খাওয়ার সময় এবং পরে সামান্য কয়েকটি নিয়ম না মেনে চলেন। একটু অসাবধান হলেই শরীর সুস্থ হওয়ার বদলে সোজা হাসপাতালের পথ ধরতে হতে পারে!

জামের পুরো পুষ্টিগুণ পেতে হলে এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে জাম খাওয়ার সময় এবং পরে কয়েকটি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে। মিলিয়ে নিন আপনি এই ভুলগুলি করছেন কি না:

জাম খাওয়ার পর পরই তীব্র তেষ্টা পেলেও কখনও জল খাওয়া উচিত নয়। অন্তত আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। নয়তো ডায়েরিয়া এবং তীব্র বদহজমের মতো সমস্যা দেখা যেতে পারে।

ঘুম থেকে উঠেই বা খালি পেটে জাম খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা আজই বদলান। টক-মিষ্টি এই ফলটি খালি পেটে খেলে মারাত্মক অ্যাসিডিটি ও অম্বল তৈরি হতে পারে। জাম খাওয়ার ঠিক পরেই দুধ, দই বা পনিরের মতো খাবার ছোঁয়াবেন না। পেটের ভেতর গিয়ে এই কম্বিনেশন মারাত্মক বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। জাম এবং হলুদ শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এক জুড়ি। তাই জাম খাওয়ার পর হলুদ দিয়ে তৈরি কোনও খাবার বা আচারজাতীয় জিনিস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। অতিরিক্ত খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে? অনেকেই জামের উপকারিতা শুনে প্লেট ভরে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া শুরু করেন। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, অতিরিক্ত জাম খেলে কী কী মারাত্মক পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা জেনে নেওয়া জরুরি: উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জামের ভূমিকা দারুণ হলেও, এটি বেশি খেলে রক্তচাপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কমে গিয়ে নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেনশনের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

জামে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে জাম শরীরে গেলে পেট পরিষ্কার হওয়ার বদলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। জাম রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত হ্রাস করে। তাই কোনও রোগীর অস্ত্রোপচার বা সার্জারি হওয়ার কথা থাকলে, তার অন্তত ২ সপ্তাহ আগে থেকেই জাম খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ রাখা উচিত, যাতে ব্লাড সুগার স্থিতিশীল থাকে। অতিরিক্ত জাম খাওয়ার ফলে ত্বকে ব্রণের সমস্যা আচমকা বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া বাতের ব্যথা বা রক্ত জমাট বাঁধা সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে জাম এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। সবচেয়ে বড় কথা হল, মরসুমের এই ফলটি অবশ্যই ডায়েটে রাখুন, তবে তা হতে হবে পরিমাণমতো এবং নিয়ম মেনে। লোভের বশে বেশি খেয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন না।

সাধের বাগানেই হবে পিওনি ফুল

সাধের বাগান আলো করে পিওনি তো ফুটল, কিন্তু তারপরেই দেখা যায় ভারী ফুলের ওজনে ডালগুলো কেমন যেন মাটিতে নুয়ে পড়ছে! পিওনি ফুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক কৌশল জানা থাকলে বাগানের এই চমৎকার ফুলগুলিকে সহজে নুয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। সামান্য কিছু স্মার্ট ট্রিকস জানা থাকলে এই সুন্দর ফুলগুলোকে নিজের বাড়ির বাগানে সুন্দর ভাবে রাখা সম্ভব।

বসন্ত বা গরমের শুরুতে সাধের বাগানে যখন থোকা থোকা পিওনি ফুল ফোটে, তখন দেখতে কার না ভালো লাগে বলুন! কিন্তু মুশকিল হল, এই চমৎকার ফুলগুলো পুরো ফোটার পরেই কাণ্ডের দুর্বলতার কারণে কেমন যেন মাটিতে হেলে পড়ে। আসলে পিওনির রাজকীয় আর ভারী পাপড়ির তুলনায় এর ডালপালা বেশ নরম প্রকৃতির হয়, তাই ফুল ফুটলেই গাছ আর নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে না। তবে চিন্তার কিচ্ছু নেই, অভিজ্ঞ মালিরা বলছেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং খুব সহজেই এর সমাধান করা যায়।

ফুল ফুটে যাওয়ার পর গাছকে একদম চনমনে আর সোজা রাখার সবচেয়ে সেরা উপায় হল একটু আগেভাগেই 'প্ল্যান্ট সাপোর্ট রিং' বা খাঁচা ব্যবহার করা। গাছের ছোট ছোট নতুন ডালপালা যখন সবে বাড়তে শুরু করেছে, ঠিক তখনই টবে বা মাটিতে এই সাপোর্ট রিংটি বসিয়ে দিন। এর ফলে গাছটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিংয়ের ভেতর দিয়ে একদম সোজা হয়ে ওপরের দিকে উঠবে। ফুল ফুটে যাওয়ার পর এই সাপোর্ট দেওয়া বেশ কঠিন, তাই গাছ ছোট থাকতেই এই বুদ্ধিমান কাজটি সেরে ফেলুন।

গাছ লাগানোর সময় আমরা অনেকেই একটা ভুল করি, জায়গা বাঁচানোর জন্য খুব গাদাগাদি করে চারা বসিয়ে দিই, যা পিওনির জন্য একেবারেই ঠিক নয়। যখন গাছগুলো খুব কাছাকাছি থাকে, তখন পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়ার জন্য তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে এবং এর চক্করে কাণ্ডগুলো লম্বা কিন্তু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই গাছগুলোর গোড়ায় যাতে ভালো করে হাওয়া-বাতাস খেলতে পারে, তার জন্য একটু ফাঁকা ফাঁকা করে চারা রোপণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য নিয়ম করে সার দেওয়া হয়, কিন্তু পিওনি ফুলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার দেওয়াটাই কিন্তু উল্টো বিপত্তি ডেকে আনে! বিশেষ করে মাটিতে যদি নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তবে গাছে ঝাঁকড়া সবুজ পাতা তো প্রচুর গজাবে, কিন্তু ফুল ধরে রাখার আসল যে কাণ্ড, সেটা পাতলা আর ভঙ্গুর হয়ে যাবে। তাই সাধের পিওনি গাছকে যদি শক্তপোক্ত রাখতে চান, তবে সবসময় কম নাইট্রোজেনযুক্ত সার বেছে নিন। গাছের সুন্দর শেপ ধরে রাখতে আর ডালপালাকে মজবুত করতে নিয়মিত একটু ছাঁটাই বা 'প্রুনিং' করা কিন্তু মাস্ট! নিয়ম করে গাছের শুকনো ডালপালা কিংবা শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিলে, গাছ তার পুষ্টি ভুলভাল জায়গায় নষ্ট না করে মূল আর কাণ্ডের গঠনে বেশি কাজে লাগাতে পারে। এই ছাঁটাইয়ের ফলে গাছের বাড়তি ওজনের বোঝাও যেমন কমে, তেমনই ডালগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যা ভারী ফুলের ওজনকে সহজে সামলাতে পারে। পিওনি গাছটি আপনি বাগানের কোন জায়গায় রাখছেন, তার ওপর কিন্তু ওর ভালো থাকা অনেকটাই নির্ভর করে, কারণ ঝোড়ো হাওয়া আর ভারী বৃষ্টি এই ফুলের সবচেয়ে বড় শত্রু। ঝড়-বৃষ্টির দাপট সরাসরি গায়ে লাগে না, এমন একটা সুরক্ষিত জায়গায় গাছটি রাখলে ফুলগুলো সহজে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না। তাই বারান্দা বা বাগানের এমন একটা মিষ্টি কোণ বেছে নিন, যেখানে সকালের নরম রোদও পাওয়া যাবে আবার প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা থেকেও গাছটি বাঁচবে।

অনেকেই ভাবেন ফুল তো ফুটেই গিয়েছে, এখন আর বাড়তি যত্নের কী দরকার, কিন্তু আসল খেলা তো এই সময়ই শুরু হয় যখন ফুলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে বাড়তি পুষ্টির প্রয়োজন! বিশেষ করে হঠাৎ বৃষ্টি হলে পিওনির বড় বড় পাপড়ির ভাঁজে জল জমে ফুল আরও ভারী হয়ে যায়, তাই বৃষ্টির পর আলতো করে গাছটি ঝাঁকিয়ে জল ফেলে দিন। সঙ্গে টবের মাটি যেন এমন হয় যাতে জল জমে গোড়া পচে গাছটি দুর্বল না হয়ে পড়ে, সেদিকেও নজর রাখুন।

একটু ধৈর্য্য আর সঠিক কৌশলের মেলবন্ধন ঘটাতে পারলেই কিন্তু আপনার বাগান প্রতি মরসুমেই এই রাজকীয় ফুলে সেজে উঠবে। গাছ লাগানোর প্রথম বছর থেকেই যদি এই সহজ ট্রিকসগুলো আপনি অভ্যাস করতে পারেন, তবে দেখবেন প্রতি বছরই গাছের ডালগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত আর প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। তাহলে আর দেরি কেন, এই ছোট্ট চাবিকাঠিগুলো মাথায় রাখুন আর পুরো মরসুম জুড়ে সোজা ও সতেজ পিওনি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করুন!

"বাষ্পশকটের সুর"

রতন দাস

আমি বসে ছিলাম বাষ্পশকটের জানালায়
পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতি ছুঁয়ে ছিলো আমার হৃদয়,
পাশাপাশি একটা সুর অনবরত হয়েছে চলছিল শকটে
যদিও প্রথমে আমি বিরক্তি বোধ করি, সাময়িক,
কট-কট খিচিক-খিচিক, খিচিক-খিচিক।

কিন্তু কিছু সময় অতীত হইলে
আমার ভালো লাগে ঐ বাষ্পশকটের কর্কশ ধ্বনিটা,
আমি কান পেতে শুধু শুনি, তাতেও পাই মধুরস
পাই এক সুমিষ্ট ছন্দ-তালের সমারোহ,অমায়িক,
কট-কট,খিচিক-খিচিক, খিচিক-খিচিক।

যখন কিছুটা এগিয়ে যানটা চলছিল দূরের ঠিকানায়,
চারিদিকে নদী,জল, মাঠ গ্রাম্যসীমান্ত ঘেরা বনে-
কাঁঠাল জাম বট আরো কত কত বৃক্ষ অজানা
কেউ স্থির নেই, সকলেই ছুটছে যার যেই দিক,
আর সেই ধ্বনিটা,কট-কট খিচিক-খিচিক খিচিক-খিচিক।

অবশেষে পৌঁছলাম একটা স্টেশনে,
জমজমাট লোকজন, কোলাহল দোকান-দোকানি,
আমার ইচ্ছে জাগিলো নামি,অবশেষে পা ফেলিতেই-
ঘিরে নিলো আমায় ক্ষুধার্ত অনাহারী শিশু সৈনিক,
এইবেলা ধ্বনিটা নেই,কট-কট খিচিক-খিচিক খিচিক-খিচিক।

তবে অন্য একটা ধ্বনি,ছুঁয়ে যাচ্ছিলো আমার আবেগ
ঐ শিশুদের মায়ার কান্না, চোখ ভরা জল, ক্ষুদ্র চাহিদা,
আমি স্থির না থেকে ছুটি ওদের সঙ্গ নিয়ে, সুখ কিনতে
আমার যা সাধ্য,বিলাই মন ভরাতে,শুনতে হাসি খিক খিক,
যতক্ষণ বেজে উঠেনা,ঐ শকটের ধ্বনি, কট-কট, খিচিক-খিচিক।

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীর মৃত্যুতে শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটির ধর্না। ছবি নিজস্ব।

পদক্ষেপ প্রশাসনের

● প্রথম পাতার পর

স্মারকে আরও বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের উপর কড়া নজর রাখতে হবে এবং অধস্তন কর্মীদের ইউনিফর্মের সঠিক ব্যবহার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।সামাজিক মাধ্যমে ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ সদস্যদের নিয়ে কোনও আপত্তিকর বা অনুপযুক্ত কনটেন্ট নজরে এলে তা দ্রুত যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ত্রিপুরা পুলিশের পেশাদারিত্ব ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

স্পেসএক্সের ঐতিহাসিক আইপিওর পর বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন (আইএএনএস): স্পেস প্রযুক্তি সংস্থা ইলন মাস্ক-এর নেতৃত্বাধীন স্পেসএক্স-এর রেকর্ড গড়া শেয়ারবাজারে আত্মপ্রকাশের (আইপিও) পর বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন ইলন মাস্ক। বাজারে তালিকাভুক্তির প্রথম দিনেই সংস্থাটির বাজারমূল্য প্রায় ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

আইপিও-তে ১৩৫ ডলার দামে শেয়ার ইস্যু করার পর প্রথম দিনের লেনদেন শেষে স্পেসএক্সের শেয়ারের দাম দাঁড়ায় ১৬০.৯৫ ডলার, যা ইস্যু মূল্যের তুলনায় ১৯ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি। এর ফলে সংস্থায় মাস্কের অংশীদারিত্বের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াল স্ট্রিটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইপিও-র পর স্পেসএক্সের শেয়ার প্রথম দিনেই ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সংস্থার মূল্যায়ন ২ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছুঁয়ে যায়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের দাবি, সংস্থার প্রায় অর্ধেক মালিকানা থাকা মাস্ক এই তালিকাভুক্তির ফলে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হয়ে ওঠেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইপিও-তে স্পেসএক্স ৭৫ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করে, যার ফলে সংস্থার প্রাথমিক মূল্যায়ন দাঁড়ায় ১.৭৭ ট্রিলিয়ন ডলার। বাজার বন্ধ হওয়ার সময় সেই মূল্য বেড়ে ২.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যা স্পেসএক্সকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির অন্যতম করে তোলে।

২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্পেসএক্স শুরুতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট তৈরির উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। একাধিক উৎক্ষেপণ ব্যর্থতা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর নাসা-র চুক্তি সংস্থাটিকে মহাকাশ শিল্পে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, স্পেসএক্সের প্রাথমিক বছরগুলি ছিল নানা ব্যর্থতা ও প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ার ইতিহাস। পরে ফ্যালকন রকেট কর্মসূচির সাফল্য সংস্থাকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। শুক্রবার মাস্ক বলেন, "আমি মানুষকে বলেছিলাম, সম্ভবত এটি ব্যর্থ হবে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত।"

বর্তমানে স্পেসএক্স বিশ্ব বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ বাজারে প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে এবং পরিচালনা করছে স্টারলিঙ্ক, যা বিশ্বের বৃহত্তম স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক। এছাড়া নাসার বিভিন্ন মিশন এবং মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মহাকাশ কর্মসূচিতেও সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে মার্কিন সরকার স্পেসএক্সের সবচেয়ে বড় গ্রাহক ছিল এবং সংস্থাটি প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করে। অন্যদিকে স্টারলিঙ্ক ১১.৪ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় করে লাভের মুখ দেখেছে, যা সংস্থার অন্যান্য খাতের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্পেসএক্স ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামো, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এবং কক্ষপথভিত্তিক কম্পিউটিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। সংস্থার অনুমান, তাদের সম্ভাব্য বাজারের আকার প্রায় ২৮.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যার বড় অংশই এআই-সংক্রান্ত সুযোগের সঙ্গে যুক্ত।

তবে এই দ্রুত বিস্তার এবং প্রভাব বৃদ্ধিকে ঘিরে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারকরা। কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন কেন্দ্র-এর ক্লেটন সোয়োপের মন্তব্য, "মার্কিন মহাকাশ শক্তির ভিত্তি আজ স্পেসএক্সের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলে সংস্থাটির সরকারের উপর অসাধারণ প্রভাব তৈরি হয়েছে।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, মহাকাশ গবেষণা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তাএই সব ক্ষেত্রের সংযোগস্থলে অবস্থান করে স্পেসএক্স এখন মার্কিন প্রযুক্তি ও কৌশলগত পরিকাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে।

কমলাসাগর সীমান্তে দুই বাংলাদেশি যুবক আটক, বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জুন: কমলাসাগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুই বাংলাদেশি যুবককে আটক করা হয়েছে। শনিবার সীমান্তবর্তী দেবীপুর রাজারটিলা এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুই যুবককে আটক করে পরে বিএসএফের হাতে তুলে দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কমলাসাগর সীমান্তের দেবীপুর রাজারটিলা এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে দুই যুবক ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করলে এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে তাদের আটক করা হয়। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা ওই দুই যুবককে মারধরও করে। পরবর্তীতে খবর পেয়ে বিএসএফ ও মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

আটক দুই যুবকের পরিচয় হিসেবে জানা গেছে, তারা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার কাইমপুর এলাকার বাসিন্দা। তাদের নাম মোহাম্মদ আকাশ এবং বরাত আলী (১৮)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কাজের সন্ধানে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় তারা এপারে এসে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তাদের এই দাবির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের দাবি, সীমান্তে কড়া নজরদারি থাকার কথা থাকলেও কীভাবে দুই যুবক কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তবে নিরাপত্তা বাহিনীর একাংশের মতে, সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা নতুন নয় এবং বিএসএফ নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বর্তমানে আটক দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তারা শুধুমাত্র কাজের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছিলেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

Central Selection Committee - 2026
Education (Higher) Department
Govt. of Tripura
Dated: Agartala, The 12th June2026

Notice For DEEET 2026 Result Publication and Choice filling

This is for information to all concerned that result publication and choice filling of DEEET 2026 will start in DEEET portal. All candidates are instructed to log into the DEEET portal with their user id and password to check result and fill choices as per the schedule given below:-

DEEET 2026 Result Publication	15th June 2026 (Monday) from 2:00PM onwards at DHE website (https://highereducation.tripura.gov.in/) and DEEET portal (https://deeet.tripura.gov.in)
OnlineChoiceFillingDate	15th June 2026 (Monday) from 2:00PM onwards up to 21st June 2026 (Sunday) 11:59 PM
Online Choice Filling Portal address	https://deeet.tripura.gov.in
Date of online issuance of seat allotment through DEEET portal	Will be notified in due course of time

NB:
1. Choice filling is mandatory for seat allotment to a candidate. Without choice filling candidate cannot participate in online counseling.
2. Candidates are advised to give choices as many combinations as available.
3. No further change in choices will be possible after the stipulated time
4. The filled in choices within the above stipulated time will be utilized for all online rounds of counseling.
5. Seat Matrix of DEEET will be available at notice section of DHE website (https://highereducation.tripura.gov.in/DHE/)
6. Detail guideline for choice filling is available at DHE Tripura website

ICA/D-354/26 Sd/- Chairman CSC-2026

অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে আধার নিয়মে কড়াকড়ি, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে নতুন আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ যাচাই চালু অসমে

গুয়াহাটি, ১৩ জুন (আইএএনএস): অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড সংগ্রহের পথ রুখতে বড় সিদ্ধান্ত নিল অসম সরকার। শনিবার রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিদের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে আধার নথিভুক্তিকরণ আর করা হবে না। এর পরিবর্তে চালু করা হচ্ছে কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, আধার নথিভুক্তিকরণ ব্যবস্থার অপব্যবহার ঠেকাতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো পরিচয়পত্র সংগ্রহ রোধ করতে অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় ১৮ বছরের কম বয়সিদের আধার নথিভুক্তিকরণ আগের মতোই চলবে। শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন আনা হচ্ছে না।

তবে প্রথমবার আধারের জন্য আবেদন করা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কঠোর যাচাই হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে আবেদনকারীরা আর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আধার পাবেন না। তাঁদের আবেদন বিস্তারিতভাবে যাচাই করা হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক (ডেপুটি কমিশনার) রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠাবেন। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে আধার ইস্যু করা হবে কি না, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট করেন, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের আধার থেকে বঞ্চিত করাই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য নয়। বরং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে এমন একটি শক্তিশালী যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে প্রকৃত বাসিন্দাদের অধিকারও সুরক্ষিত থাকে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা কোনও সুযোগ না পায়।

তবে মন্ত্রিসভা তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং চা-বাগান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিশেষ ছাড় দিয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলির সদস্যরা ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পুরনো পদ্ধতিতেই আধার নথিভুক্তিকরণের সুযোগ পাবেন।

রাজ্য সরকারের কর্মকর্তাদের মতে, নথিপত্র যাচাই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা রুখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রাপ্তবয়স্কদের আধার নথিভুক্তিকরণ পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে না। তবে ১৮ বছরের বেশি বয়সিদের প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে খতিয়ে দেখা হবে এবং বর্ধিত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই অনুমোদন দেওয়া হবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের আশা, নতুন এই ব্যবস্থা আধার ইস্যুর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বাড়াবে, অপব্যবহারের সুযোগ কমাবে এবং শুধুমাত্র যথাযথভাবে যাচাইকৃত ও যোগ্য আবেদনকারীরাই আধার কার্ড পাবেন।

রাজনৈতিক হিংসায় নিহত সহিদ মিয়ার পরিবারের সরকারি চাকরির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জুন: ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর চড়িলাম বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় নিহত ৭৮ বছর বয়সী সহিদ মিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি সরকারি চাকরির দাবি জানানো হয়েছে। শনিবার চড়িলাম উত্তর মুড়া এলাকায় নিজ বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে পরিবারের সদস্যরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন জানান।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও সুযোগ-সুবিধা বা আর্থিক সহায়তা তারা পাননি। নিহত সহিদ মিয়ার পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী পিরোজা খাতুন জানান, তাঁদের পরিবার বিপিএল তালিকাভুক্ত। পরিবারের তিন ছেলে দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনিয়মিত আয়ের কারণে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদান করা হলে পরিবারটি আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

পরিবারের সদস্যরা বলেন, রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়ে পরিবারের প্রধান অভিভাবককে হারানোর পর থেকে তাদের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

নিহতের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন স্তরে আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। ফলে তারা পুনরায় রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের আবেদন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর চড়িলাম বাজারে সংঘটিত রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত হন সহিদ মিয়া। সেই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে নিহতের পরিবার সরকারের সহানুভূতিশীল হস্তক্ষেপ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আসছে।

বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে মার্সিডিজ দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যু, অল্পের জন্য রক্ষা চালকের

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন (আইএএনএস): বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে-এ ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় ২৮ বছর বয়সি এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোররাতে দোড্ডা হুল্লুর এলাকার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির চালক, যিনি ওই তরুণীর বন্ধু বলে জানা গিয়েছে, সামান্য আহত হয়েছেন।মৃত তরুণীর নাম সাজিয়া। তিনি বেঙ্গালুরুর আরবিক কলেজ সংলগ্ন পিএনটি কলোনির বাসিন্দা ছিলেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তাঁর মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়িতে করে দেবনহল্লিতে রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলেন সাজিয়া। রাতের খাবার সেরে তাঁরা বেঙ্গালুরুর দিকে ফিরছিলেন। শনিবার রাত প্রায় ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিলাসবহুল গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিল। সেই সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি সজোরে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে।ধাক্কার তীব্রতা এতটাই ছিল যে মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়িটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাজিয়ার। তবে গাড়ি চালানো তাঁর বন্ধু সামান্য আঘাত নিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত গতি এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।ঘটনার পর একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা দুর্ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি এক্সপ্রেসওয়ে এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার আগে কী ঘটেছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে।খবর পেয়ে হোসাকোটে পুলিশ স্টেশন-এর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়।ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগেও ২০২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুর এইচএসআর লেআউট এলাকায় দ্রুতগতির একটি বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় ২৬ বছর বয়সি ডেলিভারি কর্মী সন্তোষ দোদ্দাগৌদারের মৃত্যু হয়েছিল। অভিযোগ, সেই গাড়িটি এক ছাত্র বেপরোয়াভাবে চালাচ্ছিল।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

শনিবার সকালে দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পাওয়ায় তারা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে প্রীয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে অরুন্ধতীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, প্রীয়া দেব জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (এনআইটি)-তে এমবিএ বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃতার পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা হোক। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

মর্মান্তিক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

চাপা পড়া ব্যক্তিদের বের করে আনেন। ঘটনার পর প্রশাসনের প্রস্তুতি ও দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কুঞ্জমুড়া ও আশপাশের এলাকা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, অবৈজ্ঞানিক ও নিরাপত্তাহীনভাবে মাটি কাটার কাজ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

মোহনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) আশীষ দাসগুপ্ত সাংবাদিকদের জানান, অভিযানে মোট ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে বর্তমানে আটক ব্যক্তির নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় নেশা কারবারের সঙ্গে অস্ত্র চক্রের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে মাদক পাচার ও অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।

তিনি আরও জানান, ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৭,০০০ হেক্টর জমিতে তেলপাম চাষের সিদ্ধান্ত নিলেও তৎকালীন রাজ্য সরকার তেমন অগ্রগতি দেখায়নি। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৩,৫০০ হেক্টরের বেশি জমিতে তেলপাম চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, জিতেন্দ্র মজুমদারসহ কৃষি দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

বাস্তবায়নের নেপথ্যে মূল ভূমিকা ছিল ধৃত অভিযুক্তের। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তি এবং অপহরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে তদন্তকারীদের ধারণা।এই মামলায় এখন পর্যন্ত মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ডিজিটাল ও শিক্ষা সংস্কারের আওতায় ১.৪৯ লক্ষের বেশি স্কুল, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (আইএএনএস): দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল রূপান্তরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগের আওতায় ১.৪৯ লক্ষেরও বেশি স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। পাশাপাশি ১.৭৬ লক্ষের বেশি স্মার্ট ক্লাসরুম এবং ১.৭৯ লক্ষ আইসিটি ল্যাব অনুমোদন করা হয়েছে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডিজিটাল শিক্ষামাধ্যমের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্বয়ম প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে ১৮,৫৮০টিরও বেশি কোর্স উপলব্ধ রয়েছে। এতে ৬.১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী নথিভুক্ত হয়েছেন এবং ৫৩.৭ লক্ষের বেশি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া স্বয়ং প্রভা, পিএম ই-বিদ্যা এবং দীক্ষা-র মাধ্যমে টেলিভিশন, রেডিও, ডিজিটাল কনটেন্ট ও ই-রিসোর্স ব্যবহার করে শিক্ষার সুযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছে। ডিক্ষা প্ল্যাটফর্মে একাই ১৩৫টি ভাষায় ৩.৬৬ লক্ষেরও বেশি ই-কনটেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এক জাতি এক সাবস্ক্রিপশন উদ্যোগের মাধ্যমে ৭,৪১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও একাডেমিক সামগ্রীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় ৯৯ লক্ষ ব্যবহারকারী।

উদ্ভাবন ও উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অটল উদ্ভাবন মিশন-এর অধীনে ১০ হাজারের বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১.১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ১৬ লক্ষের বেশি প্রকল্প তৈরি হয়েছে।

এছাড়া ৭২টি অটল ইনকিউবেশন কেন্দ্র ৬,৭০০-র বেশি স্টার্টআপকে সহায়তা করেছে এবং ৩২ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে।

সরকারি বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে স্বীকৃত স্টার্টআপের সংখ্যা ২.৩ লক্ষেরও বেশি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি এবং জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের যুবসমাজ 'অমৃত প্রজন্ম' হিসেবে গড়ে উঠছে এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এদিকে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবি করেছে কেন্দ্র। ২০১৮ সালে জন শিক্ষা সংস্থান (জেএসএস)-এর পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সেলাই, সূচিশিল্প, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক স্তরে জীবিকানির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত জেএসএস-এর অধীনে মোট ৩৬.৪৮ লক্ষ মানুষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।এছাড়া ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে জেএসএস-এর উৎপাদিত সামগ্রী উদ্যমকার্ট পোর্টাল-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে, যার ফলে কারিগর ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারছেন।৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মোট ২৬,৭২০ জন আদিবাসী উপভোক্তা এই কর্মসূচিতে নথিভুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ২৬,৫১৯ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

অগ্রগতির চিত্র

● প্রথম পাতার পর

ভারতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন তিনি। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি জনগণের রায়ে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্ব ও মানুষের জন্য কাজ করার প্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ২০১৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং প্রশাসনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তিনি নিরন্তরভাবে কাজ করছেন। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশ ভারতের সঙ্গে মৌ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে একাধিক সংস্কার হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আর্থিক শৃঙ্খলা এবং সুশাসন চলে এসেছে। জিএসডিপির অনুপাত সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে। স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী উদ্ভাবন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্টার্ট আপ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ন সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। ডিজিটাল লেনদেনে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম স্থানে রয়েছে ভারত। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও দেশের যুব শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3
14-06-2026, 01:19

বালোগুনের জোড়া গোলে প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু আমেরিকার

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ জুন (আইএএনএস): ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গ্রুপ ডি-র ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪-২ গোলে হারাল প্যারাগুয়ে-কে। ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়াম-এ অনুষ্ঠিত ম্যাচে জোড়া গোল করে দলের জয়ে প্রধান ভূমিকা নেন ফোলারিন বালোগুন।

১৯৯৪ সালের পর প্রথমবার নিজেদের মাটিতে বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নেমে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় যুক্তরাষ্ট্র। সপ্তম মিনিটেই প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার ড্যামিয়ান বোবাডিলা-র আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।

এরপর আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে দেন আমেরিকান ফুটবলাররা। ৩১ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিক-এর নিখুঁত পাস থেকে গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন বালোগুন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আবারও গোল করেন তিনি। মালিক টিলম্যান-এর পাস থেকে বল পেয়ে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে অসাধারণ শটে জালে বল জড়ান বালোগুন। ফলে বিরতিতে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে প্যারাগুয়ে। ৭৪ মিনিটে জুলিও এনসিসো-এর তৈরি করা সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন মাউরিসিও। তাতে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৩-১।

তবে ম্যাচে ফেরার স্বপ্ন বেশিক্ষণ টিকতে দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। যোগ করা সময়ে দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে দুর্দান্ত আউটসাইড-অফ-দ্য-বুট শটে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন জিও রেইনা।

এই জয়ের ফলে গ্রুপ ডি-তে সাময়িকভাবে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবারই গ্রুপের অন্য ম্যাচে তুরস্ক মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-র। আগামী ১৯ জুন সিয়াটলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র, একই দিনে তুরস্কের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে প্যারাগুয়ে।

মোদির নেতৃত্বে ভারতকে সেবা করা জীবনের অন্যতম বড় সম্মান: পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল শনিবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র গতিশীল নেতৃত্বে ভারতকে সেবা করার সুযোগ তাঁর জীবনের অন্যতম বড় সম্মান।

নিজের জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদির শুভেচ্ছা বার্তার জবাবে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ গয়াল লেখেন, "দেশ সৌভাগ্যবান যে আপনাকে দেশের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণ এবং প্রতিটি ভারতীয়ের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যাত্রায় আপনার নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে আমি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি আরও বলেন, "দেশ গঠনের প্রতি আপনার দূরদর্শিতা ও অঙ্গীকার সবসময়ই আমার কাছে অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস হয়ে থাকবে।"

এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ গয়ালকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ভারতের আত্মনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে আরও শক্তিশালী করছে। পাশাপাশি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের কামনাও করেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও গয়ালকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এদিকে, সরকারি সূত্রে জানা গেছে, গয়াল বর্তমানে সুইজারল্যান্ড সফরে রয়েছেন। রাজধানী বার্ন-এ তিনি সুইস সরকারের শীর্ষ প্রতিনিধিদের এবং দেশটির ওষুধ শিল্পের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বৈঠকে মূলত ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (টিইপিএ)-এর বাস্তবায়ন, চুক্তি-সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকরী বিষয়, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনিয়ার জনজাতি অধ্যুষিত রতনপুর এডিসি ভিলেজে যোগামায়া কালিবাড়ী আয়োজিত স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ জুন: আজ বিলোনিয়ার জনজাতি অধ্যুষিত রতনপুর এডিসি ভিলেজে সকাল ১১ টায় শুরু হয় যোগামায়া কালিবাড়ী আয়োজিত স্বাস্থ্য ও সচেতনতা শিবির। স্থানীয় আবাল বৃদ্ধ জনজাতি লোকেরা দলে দলে আগেই এসে জড়ো হয় কমিউনিটি হলে। সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধীপতি শ্রী দীপক দত্ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা স্থায়ী কমিটির চেয়ার পারসন শ্রী শম্ভু মানিক ও শ্রী সুমন উচাই।যোগামায়া কালীবাড়ীর মেডিকেল টীম ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীরা শুরুর করেন চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার কাজ। ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, ডাঃ দিপ্তিমান দত্ত ও ডাঃ পঞ্চম নমঃ শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবার নেতৃত্ব প্রদান করেন।

শিবিরে রোগী দেখা ছাড়াও বিনামূল্যে পর্যাপ্ত ঔষধ প্রদান এর ব্যবস্থা থাকে। শিবিরে ২৬৬ জন ব্যক্তি চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন।বিনামূল্যে ১১২ জনের রক্তের শর্করা, হিমোগ্লোবিন, এইচ আই ভি ও হেপাটাইটিস পরীক্ষা করা হয়। অনুরূপ ভাবে ৬১ জনের এক্স -রে করা হয়। ৪৫ পরিবারের ৯৮ জনের আয়ুষ্মান কার্ড করিয়ে দেওয়া হয়। এই শিবিরে সব থেকে বেশি ভীড় পরিলক্ষিত হয় শিশুদের আধার কার্ড তৈরিতে। স্লথ গতির ইন্টারনেট বাধা সৃষ্টি করলেও বিশাল সংখ্যার অভিভাবকরা দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুয়ারে পাওয়া সুযোগ গ্রহণ করেন। ১১৭ জন শিশুর আধার কার্ড এর ব্যবস্থা করা হয় শিবিরে।

স্থানীয় ভিলেজ কাউন্সিল, জনগন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় একটা সুশৃঙ্খল, সফল, ও গুরুত্ব পূর্ণ শিবির সুসম্পন্ন হলো যোগামায়া কালীবাড়ির পক্ষ থেকে। পূজা কমিটির সম্পাদক শ্রী মিঠুন বণিক সব স্বাস্থ্য কর্মী, নার্সিং অফিসার, ফার্মাসিস্ট, রেডিওগ্রাফার, আয়ুষ্মান মিত্র, এম পি ডাবলিও দের এবং ভিলেজ চেয়ারম্যান কে ধন্যবাদ জানান। যোগামায়া কালীবাড়ির পক্ষ থেকে আগামী দিনে আরো অনেক কর্মসূচী নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের বাড়িতে ইডির তল্লাশি

কলকাতা, ১৩ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বহু কোটি টাকার নগদ-চাকরি (ক্যাশ-ফর-মিউনিসিপ্যালিটি জবস) দুর্নীতি মামলার তদন্তে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রের দুই বাসভবন-সহ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

সূত্রের খবর, মদন মিত্রের দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এবং উত্তর শহরতলির কামারহাটির বাসভবনে ইডির পৃথক দল কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) নিরাপত্তায় তল্লাশি চালায়। মদন মিত্র কামারহাটি কেন্দ্রের তিনবারের তৃণমূল বিধায়ক। তিনি ২০১১-২০১৬ মেয়াদে এবং পরে ২০২১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট সাতটি স্থানে এই তল্লাশি অভিযান চলছে। কামারহাটি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের সূত্র ধরেই মদন মিত্রের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শুক্রবার রাতে কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা-র পদত্যাগ প্রসঙ্গে সরব হন মদন মিত্র। তিনি অভিযোগ করেন, গোপাল সাহাকে 'অপমানজনক আচরণ' ও প্রশাসনিক বাধার মুখে পড়ে পদত্যাগ করতে হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি কামারহাটি পুরসভার সমস্ত তৃণমূল কাউন্সিলরদের পদত্যাগের আহ্বান জানান।

মদন মিত্র বলেন, "কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার কাছে পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। বিজেপির অপমানের জবাব হবে পদত্যাগ। আগামী নির্বাচনে প্রতিটি ওয়ার্ডে তৃণমূলকে জয়ী করে আবার কামারহাটি পুরসভায় তৃণমূলের পতাকা ওড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

উল্লেখ্য, গত মাসে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অগ্নিনির্বাপণমন্ত্রী সুজিত বসু। বর্তমানে তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। দক্ষিণ দমদম পুরসভা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগে অনিয়ম এবং অর্থপাচারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে ইডির দায়ের করা এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ইসিআইআর) বাতিলের আবেদন করেছিলেন সুজিত বসু। তবে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের একক বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে তাঁকে জামিনের আবেদন করার পরামর্শ দেয়। একই সঙ্গে মামলার দ্রুত শুনানির আবেদনও নাকচ করে আদালত।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও চাঁদাবাজি বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ, দ্রুত পদক্ষেপের দাবি সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠনের

ঢাকা, ১৩ জুন (আইএএনএস): বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা, চাঁদাবাজি এবং বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে চলা বিভিন্ন ঘটনার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম সংখ্যালঘু মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করা এই সংগঠনটি অভিযোগ করেছে যে, একটি 'স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী' ধারাবাহিকভাবে গাইবান্ধা জেলার রাধা-গোবিন্দ মন্দির ভেঙে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। তাদের মতে, এই ধরনের ঘটনা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

শুক্রবার ঢাকায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে সদস্যরা বাংলাদেশের সরকারের কাছে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। বৈঠকে বলা হয়, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকার, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দ্রুত ও যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, যারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উসকানি ছড়াচ্ছে, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

এদিকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলা-১ শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ও কালী মন্দির-এ বিশ্বের বৃহত্তম ভগবান রামের মূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

প্রবীণ বাম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ফৈজুর রহমান প্রয়াত, শোক প্রকাশ রাজ্য সম্পাদকের

আগরতলা, ১৩ জুন: ত্রিপুরার প্রবীণ বামপন্থী নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের আটবারের বিধায়ক ফৈজুর রহমান শনিবার ভোররাতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৫ বছর। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত প্রায় ১টা ১০ মিনিটে উত্তর ত্রিপুরার নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক নেতা, কর্মী-সমর্থক এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়।

ফৈজুর রহমান ছিলেন সিপিআই(এম)-এর অন্যতম প্রবীণ নেতা এবং কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা আটবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। শ্রমিক কল্যাণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সাধারণ জীবনযাপন, মাটির মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক এবং আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য তিনি দলীয় গণ্ডি পেরিয়ে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কয়েক দশক ধরে উত্তর ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে দলীয় মহলেও উদ্বেগ ছিল। সম্প্রতি সিপিআই(এম)-এর শীর্ষ নেতারা তাঁর বাসভবনে গিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছিলেন।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সামাজিক সংগঠন এবং বিশিষ্টজনেরা। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এক শোকবার্তায় বলেন, ফৈজুর রহমানের মৃত্যু শুধু দলের নয়, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ফৈজুর রহমান জীবনের অধিকাংশ সময় জনসেবা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ বিধায়ক জীবন এবং মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তাঁর শেষকৃত্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেবেন।

ফৈজুর রহমানের প্রয়াণের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটল। জনমানুষের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, সরল জীবনযাপন এবং গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে দীর্ঘ অবদান আগামী দিনেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মেডিকেল কলেজে যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় ডিজিপি কার্যালয়ের সামনে বাম যুব-ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ

আগরতলা, ১৩ জুন: রানীরখামার মেডিকেল কলেজে এক যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগরতলায় পুলিশ মহা-নির্দেশক (ডিজিপি) কার্যালয়ের সামনে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বামপন্থী যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলি। কর্মসূচিতে অংশ নেয় এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফআই-এর নেতা-কর্মীরা।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব নেতা নবারুণ দেব অভিযোগ করেন, রানীরখামার মেডিকেল কলেজে যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই আমতলী মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর দাবি, এর মাধ্যমে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং খুন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

বক্তব্যে নবারুণ দেব আনন্দনগর স্কুলের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের গাফিলতির অভিযোগও তোলেন।

বিক্ষোভকারীরা রানীরখামার মেডিকেল কলেজের যুবতীর মৃত্যুসহ উত্থাপিত বিভিন্ন ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলেন তারা।

কর্মসূচি চলাকালীন বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৩ এবং ১৭ বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ফুটবল আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ জুন: শনিবার অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৩ এবং ১৭ বালক বিভাগে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক ফুটবল আসর। সোনামুড়া স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৩ এবং ১৭ বালক বিভাগে সিপাহী জলা জেলা ভিত্তিক ফুটবল আসর। আসরে জেলার অন্তর্গত সোনামুড়া , বিশালগড় এবং জম্পুইজলা মহকুমা থেকে খেলোয়াড়রা অংশ নেয়। সেখান থেকে দুটি বিভাগে জেলার বেস্ট ফুটবল টিম গঠন করা হবে যারা আগামী দিনে রাজ্য স্তরীয় আসরে অংশ নেবে।শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিযোগিতা এবং সিলেকশন মিটে অংশ নিয়ে খেলোয়ারদের অনুপ্রাণিত করেন সিপাহী জলা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, সোনামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস, সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ঝুটন রায় সহ অন্যান্যরা।

অতিথিরা খেলোয়াড়দের খেলোয়ার স্বরূপ মনোভাব নিয়ে নিজেদের বেস্ট পারফরম্যান্স দিয়ে নিজেকে সিলেক্টিভ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং পাশাপাশি রাজ্য স্তরে যেই দল অংশ নেবে তারাও যেন জেলার সুনাম অর্জন করতে পারে তার আহ্বান রাখেন।

গোমতী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়ের রক্তদান শিবিরে ৫০ জনের রক্তদান, অংশ নিলেন মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ১৩ জুন: মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে আরও বেশি মানুষকে এই মহৎ উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। শনিবার আগরতলার ইন্দ্রনগরস্থিত গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান মানুষের জীবনে সবচেয়ে মহৎ ও নিঃস্বার্থ সেবামূলক কাজগুলির অন্যতম। মাত্র কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করেই একজন রক্তদাতা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী, অস্ত্রোপচাররত ব্যক্তি কিংবা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এই ধরনের রক্তদান শিবির আগামী দিনে আরও বড় ভূমিকা নেবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি।

দীপক মজুমদার গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, একটি সমবায় সংস্থা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে রক্তদানের মতো জীবনদায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান রতন ঘোষ-সহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিবিরে মোট ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণে শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের মহিলা কর্মীর মৃত্যুর মামলায় বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি এবং সিআইটিইউ - র

আগরতলা, ১৩ জুন: শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কর্মরত এক যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যু ও হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্ত দল (সিট) গঠনের দাবিতে শনিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি এবং সিআইটিইউ।

সংগঠনের উদ্যোগে এদিন আগরতলা শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক (ডিজিপি)-এর কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমবেত হয়। সেখানে সংগঠনের প্রতিনিধিরা ডিজিপির উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন এবং ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান।

বিক্ষোভস্থলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটির নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য বলেন, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কর্মরত যুবতীর মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনের স্বার্থে তদন্ত প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও ধরনের রাজনৈতিক বা অন্য কোনও প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে একজন কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্ত দল গঠন করা হলে তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অটুট থাকবে। তাই অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণে বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিহত যুবতীর পরিবারের জন্য

ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। একইসঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবিও জানানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তদন্তের অগ্রগতি ও প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে সকলের।

উপ্তাখালি এস.বি. স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত পরিবেশবান্ধব বিশেষ কর্মসূচি 'প্রবীণ বন—২০২৬' অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুন: উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগর আর.ডি. ব্লকের উদ্যোগে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শনিবার উপ্তাখালি এস.বি. স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় পরিবেশবান্ধব বিশেষ কর্মসূচি 'প্রবীণ বন—২০২৬'। প্রবীণ নাগরিকদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ উত্তরাধিকার গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী প্রবীণ মহিলাদের হাতে চারা রোপণ, শিশু -কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পরিবেশ সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ এবং বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল থেকেই স্কুল প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে উপস্থিত হন।কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফয়জুর রহমান-এর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছালে পরিবেশ মুহূর্তেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।আয়োজকরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্ধারিত অন্যান্য কর্মসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর শুধুমাত্র প্রবীণ বন অনুষ্ঠানে শুধু প্রবীণ নাগরিকদের দ্বারা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উওর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান, জেলাপরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অপর্ণা সিনহা, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও প্রসেনজিত মালাকার সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী অভিভাবক গন ও স্থানীয় প্রবীণ নাগরিকগন।

উপস্থিত অতিথিগন প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই 'প্রবীণ বন—২০২৬' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি, তবুও প্রবীণ নাগরিকদের দিয়ে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

১৪তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ১২ জুন: মানবসেবার মহান আদর্শকে সামনে রেখে ১৪তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর সদর দপ্তরে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও কর্মকর্তাদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণে মোট ৩১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার শিশির দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার লালহিম মোলসম, অ্যাডজুট্যান্ট নিত্যানন্দ সরকারসহ ব্যাটালিয়নের অন্যান্য কর্মকর্তারা। তাঁরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

শিবিরে রক্ত সংগ্রহের জন্য শান্তিরবাজার থেকে একটি চিকিৎসক দল উপস্থিত ছিল। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রক্ত সংগ্রহের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। রক্তদাতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করা হয়।

'বুথ চলো অভিযান'-এ

● আটের পাতার পর

এলাকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান বিজেপি সরকার গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সভায় উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এই ধরনের সরাসরি আলোচনা ও মতবিনিময় এলাকার বাস্তব সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করতে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও গতিশীল করতে সহায়ক হবে।

রাজনৈতিক মহলের অভিমত, 'বুথ চলো অভিযান'-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বুথভিত্তিক এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও সক্রিয় করে তুলবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর জনসেবার ১২ বছর পূর্তি

● আটের পাতার পর

নাগরিকেরও সামাজিক কর্তব্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

এদিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতেও পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অঙ্গন

কো: ফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-মডার্ন তরুণ-নিউ, এগিয়েচল-কসমো, মৌচাক-কর্নেল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (রবিবার) একই সময়ে সদর ও মোহনপুরের চারটি মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। ২২ টি দলকে নিয়ে চারটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা ১৬ মে থেকে শুরু হয়ে ১২ জুন শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারটি গ্রুপের সেরা দুটি করে মোট আটটি দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল অর্থাৎ মূল পর্বে। আগামীকাল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে তরুণ সংঘ ও নিউ প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে এগিয়ে চল সংঘ খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে মৌচাক ক্লাব ও কর্নেল কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিজয়ী দল গুলোর মধ্যে ১৬ জুন দুটি সেমিফাইনাল এবং ১৮ জুন ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির রয়েছে।

হিন্দি স্কুলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। হারিয়েছে ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল বালকদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। প্রথম ম্যাচ উমাকান্ত একাডেমির সঙ্গে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন ১০ উইকেট এর ব্যবধানে হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে সকালে খেলা শুরুতে প্রায় ২ ঘন্টা দেরি হয়েছে বলে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৫ করা হয়েছিল ।হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত পাঁচ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছেলেরা ব্যাট করতে নেমে নয় বল খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মারকুটে ব্যাট চালিয়ে দীপ দে নয় বল খেলে পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩১ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

আনন্দনগরকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মধুবন স্কুল কো: ফাইনালে খেলবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। রোমাঞ্চকর জয় মধুবন ডুকলি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের। হারিয়েছে চার রানের ব্যবধানে আনন্দনগর স্কুল দলকে। শ্বাসরুদ্ধকর এই জয়ের সুবাদে মধুবন ডুকলি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল গ্রুপ ডি থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যথারীতি মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পাঁচ ওভারে কমিয়ে আনা হয়। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে মধুবন ডুকলি স্কুল দল সীমিত পাঁচ ওভারে ২ উইকেটে ৫২ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আনন্দনগর স্কুল দল ৪৮ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত পাঁচ ওভার ফুরিয়ে যায়। ভালো ব্যাটিংয়ের দৌলতে মধুবন ডুকলি-র অর্পণ বিশ্বাস প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

এখনও সারেনি নেমারের চোট, মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন না, ঝুঁকি নিতে নারাজ ব্রাজিল কোচ আনচেলোত্তি

নেমার জুনিয়র কি আদৌ বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন? ব্রাজিল মাঠে নামার আগেই আবার এই প্রশ্ন উঠে এল। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি জানিয়েছেন, ক্রমশ ফিট হচ্ছেন নেমার। তবে প্রথম ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেলেও নেমারের চোট এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। শনিবার রাতে মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তাঁকে পাবে না পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। গত কয়েক বছরে বার বার চোট পেয়েছেন নেমার। তাঁকে বিশ্বকাপের দলে রাখা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে ব্রাজিলেই। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশের বক্তব্য, অতীত রেকর্ড আর তারকা হওয়ার সুবাদে দলে জায়গা পেয়েছেন নেমার। পানামা এবং মিশরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে না পারা নেমার মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না, জানার পর তাঁর নির্বাচন নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

ব্রাজিল কোচ জানিয়েছেন, নেমার তাঁর পরিকল্পনায় রয়েছেন। খেলার মতো পরিস্থিতিতে এলে নিশ্চই খেলবেন। আনচেলোত্তি বলেছেন, "নেমার কঠোর পরিশ্রম করছে। যত দ্রুত সম্ভব ফিট হওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু ফুটবল দক্ষতার জন্য ওকে দলে নেওয়া হয়নি। ওর অভিজ্ঞতাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের সাহায্য করতে পারবে। নেমারকে দলে রাখার এটাও অন্যতম কারণ।" নেমারের ক্লাব স্যান্টোস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ১৭ মে একটি ম্যাচে কাফ মাসলে চোট পান নেমার। তার পর নেমারের চিকিৎসা এবং রিহ্যাব শুরু হয়। আগামী রবিবার রিহ্যাব পর্ব শেষ হওয়ার কথা। তার পর অনুশীলন শুরু করবেন নেমার। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের পর জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি নেমার।

মরোক্কা গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট। সেই হিসাবে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপ শুরু করতে হবে ব্রাজিলকে। এই ম্যাচে মাঠে নামতে না পারলেও ৩৪ বছরের স্ট্রাইকারকে নিয়ে আশায় ব্রাজিল শিবির। আশা করা হচ্ছে, গ্রুপের পরের ম্যাচগুলি তিনি খেলতে পারবেন। ১৯ জুন হাইতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ ব্রাজিলের। ২৪ জুন প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। হাইতি ম্যাচে কিছুক্ষণ নেমারকে খেলানোর চেষ্টা করা হবে। তবে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে রাজি নন ব্রাজিল কোচ।

বিশ্বকাপে গ্যালারি ফাঁকা! অস্বস্তি ঢাকতে ব্যাখ্যা ফিফার, বাস্তব ছবির সঙ্গে কতটা মিলল কর্তাদের দাবি?

বিশ্বকাপে স্টেডিয়ামের ফাঁকা গ্যালারি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। প্রথম দিন দক্ষিণ কোরিয়া-চেকিয়া ম্যাচে গ্যালারির প্রায় অর্ধেক ফাঁকা ছিল। যদিও ফিফার দাবি, এ বার টিকিটের রেকর্ড পরিমাণ চাহিদা রয়েছে। সেই দাবির সঙ্গে বাস্তবের ছবি কেন মিলল না, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফিফা কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বকাপের টিকিটের চড়া মূল্য নিয়ে প্রথম থেকেই সমালোচিত হয়েছে ফিফা। অভিযোগ অধিকাংশ টিকিটের দাম সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার উপর বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচেই ফাঁকা গ্যালারি অস্বস্তি বাড়িয়েছে ফিফা কর্তাদের।

সাধারণত বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হলেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি হয়। বিশ্বের লাখ লাখ ফুটবলপ্রেমী টিকিটের প্রত্যাশায় থাকেন। অধিকাংশই টিকিট পান না। চার বছর অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদা কোনও দিনই কম নয়। তা-ও একটি ম্যাচে এত দর্শকাসন ফাঁকা! যদিও দর্শক কম হয়েছে মানতে রাজি নয় ফিফা।

অস্বস্তি ঢাকতে ফিফা বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "কত মানুষ এসেছেন, তা নির্দিষ্ট ভাবে বোঝা যায় টিকিট স্ক্যানের সংখ্যা থেকে। সেটাই উপস্থিতির সংখ্যা। গ্যালারিতে কত জন বসেছিলেন, তা দেখে বোঝা যায় না। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফিফার প্রতিনিধিরা যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন। কত টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং কত জন স্ক্যান করিয়েছেন তা দেখলেই বোঝা যাবে।" আরও বলা হয়েছে, "গুয়াদালজারায় ম্যাচ চলাকালীন বহু মানুষ নির্দিষ্ট আসনে না বসে, উত্তেজনায় বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরাও টিকিট কেটেই মাঠে এসেছিলেন।"

বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার দাবি, ৪৬ হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়ামে শুক্রবার খেলা দেখতে এসেছিলেন ৪৪ হাজার ৯৮৫ জন। যদিও বাস্তবে তেমন ছবি দেখা যায়নি। স্টেডিয়ামে ম্যাচ কভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও ফিফার দাবি শুনে ভ্রু কুঁচকেছেন।ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে বিপাকে ইংল্যান্ড। হ্যারি কেনদের অনুশীলনের বেশ কিছু সরঞ্জাম খোয়া গিয়েছে। এর ফলে ব্যাহত হয়েছে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের প্রস্তুতি ।আমেরিকার কানসাস সিটিতে বিশ্বকাপের ঘাঁটি করেছে ইংল্যান্ড। সেখানেই অনুশীলন করছেন ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা। কানসাস সিটি থেকে যাতায়াত করে ম্যাচ খেলবেন তাঁরা। প্রথম ম্যাচের আগে সেখানে পৌঁছোনোর কথা ছিল অনুশীলনের কিছু সামগ্রী। তার মধ্যে কিছু জিনিস রাস্তায় চুরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফে) জানিয়েছে, মিসৌরির সয়োপ সকার ভিলেজে যাওয়ার পথে গাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরি গিয়েছে অনুশীলনের বল, ফুটবলারদের বুট-সব বেশ কিছু জিনিস।

বিশ্বকাপে আটকে গেল কানাডা, প্রচুর সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে বসনিয়ার বিরুদ্ধে ড্র আয়োজক দেশের

বিশ্বকাপের প্রথম দিন দুই ম্যাচেই ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচ ড্র হল। টরন্টো স্টেডিয়ামে আয়োজক দেশ কানাডা ১-১ ড্র করল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে। তবে গোটা ম্যাচে কানাডা যা খেলেছে তাতে এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট পাওয়ার যোগ্য ছিল তারাই। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয়েছে তাদের।

ম্যাচের শুরু থেকে কানাডার দাপট ছিল বেশি। বসনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণ করছিল তারা। কিন্তু সুযোগ নষ্টের পরিমাণও ছিল বেশি। কানাডার আক্রমণ ভাগে খেলছিলেন জোনাথন ডেভিড। বেশির ভাগ বলই পাস দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে উদ্দেশ্য করে। তবে ডেভিড একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে যাচ্ছিলেন। বসনিয়ার ডিফেন্ডারদের পায়ের জঙ্গলের সামনে গিয়ে আটকে যাচ্ছিলেন। কখনও বা প্রতিহত হচ্ছিল শট।

ম্যাচের প্রথম দিকে ডান দিক থেকে খেলা তৈরি করছিল কানাডা। সে দিকে সুবিধা করতে না পেরে ধীরে ধীরে বাঁ দিকের উইং দিয়ে আক্রমণ শুরু করে তারা। কিন্তু সুযোগ নষ্টের প্রবণতা কমেনি। সম্ভাবনা তৈরি হলেও কখনও কানাডার বেশির ভাগ শট বাইরে যাচ্ছিল। তারা সেট পিসও কাজে লাগাতে পারছিল না।

২১ মিনিটে খেলার বিপরীতে গোল দেয় বসনিয়াই। কর্নার থেকে ফ্লিক করেছিলেন বসনিয়ার এক ফুটবলার। গোলের একদম সামনে ছিলেন জোভো লুকিচ। তিনি সহজেই বল জালে জড়িয়ে দেন। আচমকা গোল খেয়ে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায় কানাডা। গোটা স্টেডিয়াম তখন শান্ত।

গোল হজম করেও কানাডার সুযোগ নষ্টের প্রবণতা কমেনি। বল তাদের পায়েই বেশি ছিল। প্রথমার্ধে তারা ১০টি শটও নিয়েছে। কিন্তু একটিও কাজে লাগাতে পারেনি। উল্টে বসনিয়ার জমাট রক্ষণ এবং প্রতি আক্রমণ মাঝেমাঝেই বিপদে ফেলে দিচ্ছিল কানাডাকে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল কানাডা। কিন্তু বসনিয়ার সিড কোলাসিনাচের সৌজন্যে সে যাত্রায় বেঁচে যায় তারা। বাঁ দিক থেকে লিয়াম মিলার ঢুকে পড়ে টিয়ান ওলুয়াসেয়িকে পাস দেন। তিনি গোলে শট নিলেও শেষ মুহূর্তে কোলাসিনাচ ক্লিয়ার করতে যান। তাঁর শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। অল্পের জন্য আত্মঘাতী গোল হয়নি। বেঁচে যায় বসনিয়াও।

৬১ মিনিটে তিনটি পরিবর্তন করেন কানাডার কোচ জেসে মার্শ। আক্রমণ ভাগ নতুন করে সাজান। তাতে খেলায় বদল আসে। আগের চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণ করতে থাকে কানাডা। মাঠে নেমে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় গোল করেই ফেলেছিলেন প্রমিস ডেভিড। অল্পের জন্য সুযোগ হাতছাড়া হয়। কিছু ক্ষণ পর আবার গোললাইন সেভ করে বসনিয়া। ৭৯ মিনিটে অবশেষে সমতা ফেরায় কানাডা। গোল করেন সাইল লারিন। সতীর্থের সুন্দর ব্যাক ফ্লিক পেয়ে চকিতে ঘুরে গিয়ে গোল করেন তিনি। এর পরেও বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল কানাডা। কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচ ড্র করে আসার কথাই ছিল না।

দিনটা কানাডার ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয়। প্রথমবার তারা নিজেদের দেশে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। যে মাঠে তারা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে নামতে চলেছে, সেখান থেকে প্রায় ৭ কিমি দূরে বিখ্যাত নেথান ফিলিপস স্কোয়ার। টরন্টো সিটি হলের সামনে অবস্থিত। শীতে এখানে প্রচুর মানুষ আইস স্কেটিং করে। চারপাশে কিছু ফোয়ারাও শোভা পেত। কিন্তু এখন গেলে, জায়গাটিকে চেনা দায়। অনেককিছু বদলে গিয়েছে। এখন সেখানে এবারের ফিফা বিশ্বকাপের থিম জাজ্বল্যমান। ছোট্ট একটা মাঠও তৈরি হয়েছে। যা নিয়ে গোটা স্কোয়ারে উন্মাদনা। বহু মানুষ জড়ো হচ্ছেন। অনেকে খোশমেজাজে ফুটবল খেলছেন। কেউ একচিলতে রোদ মেখে সেলফিও তুলছেন। তাঁদেরই অনেকে এদিন জাতীয় দলের লাল জার্সি গায়ে চাপিয়ে স্টেডিয়ামমুখো একটু আগেভাগেই। কারণ? ম্যাচের আগে তাঁদের জন্য দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হ্যাঁ, দ্বিতীয় দিনেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ বোধন হয়ে গেলেও বাকি কানাডা ও আমেরিকা। এই দুই দেশের মধ্য থেকে কানাডায় এদিন প্রথমবার বিশ্বকাপের 'সাইরেন সং'। সেই উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্ল্যামারের ছড়াছড়ি। যা দেখতে কানাডার সমর্থকদের পাশাপাশি ভিড় জমালেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সমর্থকরাও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হল কানাডার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তাদের ঐতিহ্য তুলে ধরতে জগতের এই ফুটবল-যজ্ঞ। সেখানে সূত্রধরের কাজ করলেন কানাডিয়ান গায়ক উইলিয়াম প্রিন্স। এরপর লাল পোশাক পরা একদল লাস্যময়ী মঞ্চে এসে বিশালাকার ফুটবলের সোনালি আবরণ সরিয়ে দিলেন। হাজির হলেন কানাডিয়ান গায়িকা আলেসিয়া কারা-ও। তিনি 'ওয়াইল্ড থিংস' ও 'ফায়ার' গেয়ে দর্শকদের আনন্দ দিলেন।

এর ঠিক পরেই আসেন বলিউডের 'দিলবর গার্ল' নোরা ফতেহি, ভেজেড্রিম ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডিজে সঞ্জয়। গানের তালে তালে নেচে-গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন তাঁরা। গোটা স্টেডিয়াম তখন মুখরিত। প্রত্যাশামতোই 'সির সির' গানে মঞ্চে আগুন ঝরালেন নোরা। তবে কানাডার উদ্বোধনী মঞ্চে ওঠার আগেই তাঁর 'সির সির' নিয়ে সরগরম ছিল সোশাল পাড়া। মুক্তির মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গানটি ইউটিউবে ২ কোটির বেশি ভিউ পেয়ে রেকর্ডবুকে নাম তোলে। ভেঙে দেয় শাকিরার রেকর্ড। এবারের বিশ্বকাপের আরেক অফিসিয়াল গান 'ডাই ডাই' প্রথম দিনে পেয়েছিল ৮২ লাখ ভিউ। তাঁকে দ্বিগুণের বেশি ব্যবধানে পিছনে ফেলে নজির গড়েছে 'সির সির'।

এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ দক্ষিণ এশীয় সংযোগও। গানটিতে নোরার সঙ্গে কাজ করেছেন ফরাসি গায়ক ভেজিড্রিম ও ক্যালিফোর্নিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশি-আমেরিকান জনপ্রিয় মিউজিক প্রডিউসার ও ডিজে সঞ্জয়। তাঁরাই এদিন বিশ্বকাপের মঞ্চ রঙিন করে তুললেন। এরপর জেসি রেয়েজ ও এলিয়ান্নার 'ইলুমিনেট' গান, যা ২০২৬ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল অ্যালবামের অন্যতম আকর্ষণ। নানা দেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা পায়। এভাবেই দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধন-পর্ব শেষ হয়।

নতুন রূপে আমেরিকার ফুটবল, প্রথম ম্যাচে প্যারাগুয়েকে দাঁড়াতেই দিলেন না আয়োজকেরা, পোচেত্তিনোর দল জিতল ৪-১ ব্যবধানে

বিশ্বকাপের আয়োজক হিসাবে প্রথম থেকে নানা বিতর্কে জড়িয়েছে আমেরিকা। ফুটবলারেরা সে সবের দিকে না তাকিয়ে, নিজেদের প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছেন। তার ফল মিলল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই। প্যারাগুয়েকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল মাউরিসিয়ো পোচেত্তিনোর দল।

এ বারের আমেরিকা আগের চেয়ে অনেক আলাদা। আত্মবিশ্বাসী। আগ্রাসী। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখতে চাইছেন ফোলারিন বালোগান, ক্রিস্টিয়ান পুলিসিচেরা। নিজেদের মধ্যে অসংখ্য পাস খেলে আক্রমণে উঠছেন। একসঙ্গে চার-পাঁচ জন ফুটবলার সমানে ওঠা নামা করে খেলছেন। ফলে আক্রমণ বা রক্ষণে লোকের অভাব হচ্ছে না। মাঠ জুড়ে খেলার চেষ্টা করছেন। প্রথম ম্যাচেই আমেরিকার প্রেসিং ফুটবলের সামনে দাঁড়াতে পারল না প্যারাগুয়ে। কলকাতা ময়দানের ছোট দলগুলি যে ভাবে ডিফেন্সে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে বড় দলগুলিকে আটকানোর চেষ্টা করে, লাতিন আমেরিকার দেশটিও অনেকটা সে ভাবে আমেরিকার আক্রমণ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল। ডবল তো বটেই, কখন কখনও ট্রিপল মার্কিংয়েও বালোগানদের আটকানোর চেষ্টা করলেন প্যারাগুয়ের ফুটবলারেরা। লাভ অবশ্য বিশেষ হল না। প্রথমার্ধেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের ফলাফল একরকম লিখে ফেলেন আমেরিকার ফুটবলারেরা।

দ্বিতীয়ার্ধে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করে প্যারাগুয়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। প্যারাগুয়ো পিছিয়ে পড়ে ম্যাচের ৭ মিনিটের আত্মঘাতী গোলে। আমেরিকার স্ট্রাইকারদের চাপে নিজের গোলে বল ঠেলে দেন প্যারাগুয়ের ড্যামিয়েন বোবাডিলা। তাঁর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর চাপ আরও বাড়ান আমেরিকার ফুটবলারেরা। একের পর এক আক্রমণে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ে প্যারাগুয়ের রক্ষণ। লাতিন আমেরিকার দেশটির রক্ষণে বার বার ফাঁক তৈরি হতে শুরু করে। তৈরি হয় বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তেমনই একটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩১ মিনিটে আমেরিকাকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন বালোগান। তাঁর ওয়ান টাচ নিখুঁত ফিনিশিং মনে রাখার মতো। তিনিই দলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে দেন প্রথমার্ধের শেষে সংযুক্ত সময়ে। নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন।

০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি কিছুটা বাড়ায় প্যারাগুয়ে। প্রতি আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে। মাঝমাঠে আমেরিকার দাপট তাতে কিছুটা কমে। যদিও আমেরিকার ফুটবলারেরা আগ্রাসী ফুটবলের পথ থেকে সরেননি। প্যারাগুয়ের রক্ষণকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখেন তাঁরা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও অন্তত ২ গোল করতে পারত আমেরিকা। কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তাঁরা। এর মধ্যেই ৭৩ মিনিটে পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে প্যারাগুয়ের হয়ে ব্যবধান কমান মরিসিয়ো। গোল খাওয়ার পর আক্রমণে ঝাঁজ আবার বাড়ায় আমেরিকা। তার সুফলও পায় বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকেরা। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে আমেরিকার হয়ে চতুর্থ গোল করে জয় নিশ্চিত করেন জিয়োভান্নি রেয়না ।আমেরিকার পর কানাডা। বিতর্কে সে দেশের অভিবাসন নীতিও। ঘানার এক ফুটবলারের ভিসার আবেদন খারিজ করে দিল কানাডা প্রশাসন। ফলে আগামী ১৭ জুন পানামার বিরুদ্ধে খেলতে পারবে না তিনি।

সোমালিয়ার রেফারি ওমর আব্দুলকাদির আরতানকে দেশেই ঢুকতে দেয়নি আমেরিকা। বিমানবন্দর থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় আফ্রিকার সেরা রেফারিকে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, একটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগ রয়েছে আরতানের। এ বার কানাডা ভিসা দিল না ঘানার মিডফিল্ডার টমাস পার্টিকে। ঘানার বাকি ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফদের ভিসা মঞ্জুর করা হলেও পার্টির আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফিফা এই খবর জানিয়েছে। এর ফলে বিশ্বকাপে দেশের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারবেন না পার্টি।

বস্টনে শিবির করেছে ঘানা। ১৭ জুন পানামা ম্যাচ খেলার জন্য দলের সঙ্গে কানাডায় যাওয়ার কথা ছিল ৩২ বছরের ফুটবলারের। ফিফা জানিয়েছে, কানাডা প্রশাসন পার্টির ভিসার আবেদন মঞ্জুর না করায় তিনি পানামা ম্যাচ খেলতে পারবেন না। ফিফা জানিয়েছে, আয়োজক দেশগুলির অভিবাসন নীতির ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এক রকম অসহায়তা স্বীকার করে নিয়ে নিয়েছে তারা। কানাডা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

কানাডার মাটিতে খেলতে না পারলেও আমেরিকার মাটিতে খেলতে সমস্যা হবে না পার্টির। বিশ্বকাপ শুরুর অনেক আগেই আমেরিকা তাঁর ভিসার আবেদন মঞ্জুর করেছে। তাই ইংল্যান্ড এবং ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন। দেশের হয়ে ৫৭টি ম্যাচ খেলা পার্টি ঘানার অন্যতম প্রধান ফুটবলার। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম ম্যাচে সমস্যায় পড়তে পারে ঘানা।আর্সেনালের হয়ে খেলার সময় পার্টির বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। যুক্তরাজ্যের আদালতে সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। চলতি বছরের শেষে শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল সাউথওয়ার্ক ক্রাউন আদালতে। তা পিছিয়ে গিয়েছে। ২০২৭ সালের ৮ জুন থেকে শুরু হবে শুনানি। আপাতত জামিনে মুক্ত রয়েছেন ঘানার মিডফিল্ডার। আর্সেনালের হয়ে পাঁচ বছর খেলার পর ২০২৫ সালে পার্টি যোগ দেন স্পেনের ক্লাব ভিল্লারিয়ালে। আদালতে অভিযুক্ত হলেও ক্লাব এবং দেশের হয়ে খেলতে বাধা নেই পার্টির। মনে করা হচ্ছে, এই মামলার জন্য কানাডা প্রশাসন তাঁর ভিসার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

'চাপে পড়লে বোঝা যাবে কারা আসল চ্যাম্পিয়ন' অধরা মাধুরীর স্বপ্নে আমেরিকা পাড়ি রোনাল্ডোর

সমগ্র ফুটবলবিশ্ব যতই পর্তুগালকে বিশ্বকাপে সম্ভাব্য জয়ীদের তালিকাভুক্ত করুক না কেন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো তা মানেন না। নিজের দলকে নিয়ে অবশ্যই ঘোর বিশ্বাসী। কিন্তু ফেভারিট ট্যাগলাইনের চাপ অহেতুক নিয়ে টিমকে চাপে ফেলার পক্ষপাতী পর্তুগিজ অধিনায়ক নন।

ফুটবল বিশ্বকাপ পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে কী হবে, এখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছয়নি পর্তুগাল। শুক্রবার তারা রওনা হল। আর দেশ ছাড়ার আগে পর্তুগিজ কিংবদন্তি দেশের ফুটবল-জনতার উদ্দেশে বলে গেলেন, অনন্ত আশাবাদ নিয়েই তাঁরা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন।

নয়-নয় করে একচল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল ক্রিশ্চিয়ানোর। বিশ্ব ফুটবলের এমন কোনও ট্রফি নেই, যা তিনি জেতেননি। স্রেফ একটা বাদে। বিশ্বকাপ বাদে। কাতারে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির ক্যাবিনেটে যা ঢুকে গিয়েছে। রোনাল্ডো জানেন, এবার তিনি বিশ্বজয় করতে পারলে, অমরত্ব লাভ করে যাবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কেউ আর কোনও দিন টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারবেন না। দেখতে গেলে, এবারই সেই অধরা মাধুরী ছোঁয়ার সেরা সুযোগ সিআর সেভেনের। এমন সোনার টিম তো কখনও পায়নি পর্তুগাল। ভিতিনহা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, নুনো মেন্ডেস, জোয়াও ক্যানসেলো, বার্নার্ডো সিলভা, জোয়াও ফেলিক্স, রাফায়েল লিয়াও, জোয়াও নেভেস—কে নেই টিমে? এবং রয়েছেন তিনি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো স্বয়ং!

"আনন্দ করতে-করতে আমরা আমেরিকা যাচ্ছি। যাচ্ছি, এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে। বিশ্বকাপ সব সময়ই স্পেশাল একটা টুর্নামেন্ট। ঠিক যেমন ইউরো। এবারের বিশ্বকাপে ভালো কিছু করা নিয়ে আমি আশাবাদী," শুক্রবার দেশ ছাড়ার আগে বলছিলেন রোনাল্ডো। পর্তুগাল অধিনায়ক আত্মবিশ্বাসী যে ভাবে ট্রেনিং করেছে টিম, তাতে ভালো রেজাল্ট সম্ভব। "আমরা প্রত্যেকে খুবই ক্লান্ত। কারণ, অসম্ভব খাটাখাটনি করেছি আমরা। প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেয়েছে টিম। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ১৭ জুনের ম্যাচে জয় পাওয়া," বলে থাকেন সিআর। যদিও পাঁচ বার ব্যালন ডি'অর বিজয়ী মহাতারকা মনে করেন, আসল চ্যাম্পিয়ন কারা, তা বোঝা যাবে গ্রুপ পর্ব শেষ হলে। চাপের অগ্নিকুণ্ডে এক-এক করে টিমগুলো পড়তে শুরু করলে। "চাপ বাড়লে তখনই বোঝা যাবে আসল চ্যাম্পিয়ন কারা। বিশ্বজয়ী হওয়া সহজ নয়। অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। কিন্তু নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী। প্রথমে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ করতে হবে। তার পর এক-একটা ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। আমরা যত জিতব, তত ছন্দ মসৃণ হবে। টিমের বিশ্বাস বাড়বে," রায় রোনাল্ডোর।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1
14-06-2026, 01:19

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

উত্তরপূর্বের অন্যতম বিমান যোগাযোগ কেন্দ্র এমবিবিবি বিমানবন্দর ঃ অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: গত এক দশকেরও বেশি সময়ে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিমানবন্দর অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। সীমিত পরিসরের একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর থেকে বর্তমানে এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিমান যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছেন এমবিবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৃষাণ মোহন নেহরা।

শনিবার 'যাত্রী সুবিধা দিবস-২০২৬' উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিমানবন্দরের সার্বিক উন্নয়ন, যাত্রী পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

বিমানবন্দর অধিকর্তা জানান, ২০১৪ সালে আগরতলা বিমানবন্দরের বিমান পরিষেবা মূলত কলকাতা ও গৌহাটি-কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু গত বারো বছরে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫টি বিমান ওঠানামা করছে। আগরতলা থেকে এখন সরাসরি দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, ইম্ফল, কলকাতা ও গৌহাটিসহ দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে।

তিনি জানান, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে বিমানবন্দরটির বার্ষিক যাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ৮.৯ লক্ষ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষে পৌঁছেছে। একইভাবে বার্ষিক বিমান চলাচলের সংখ্যা ৭ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় ১২ হাজারে উন্নীত হয়েছে, যা বিমানবন্দরের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরই প্রতিফলন।

কৃষাণ মোহন নেহরা বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে বিমানবন্দরের অবদান আরও শক্তিশালী করতে ২০২৫ সালে একটি আধুনিক ডোমেস্টিক এয়ার কার্গো টার্মিনাল চালু করা হয়েছে। বছরে ৪০ হাজার টন পণ্য পরিবহনের সক্ষমতাসম্পন্ন এই টার্মিনাল রাজ্যের কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প, ওষুধ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সামগ্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নের বিষয়েও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বর্তমানে বিমানবন্দরে ডিজি যাত্রা ব্যবস্থা, সেলফ-চেক-ইন কিয়স্ক, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, উদান যাত্রী ক্যাফে, শিশু পরিচর্যা কক্ষ, ম্যাসাজ চেয়ার এবং স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য বিশেষ প্রদর্শনী স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি যাত্রীদের আরও বেশি সংখ্যায় ডিজি যাত্রা পরিষেবা ব্যবহারের আহ্বান জানান।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারেও এমবিবিবি বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। নেহরা জানান, বিমানবন্দরে ইতোমধ্যে ২৫০ কিলোওয়াট ও ৬০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে আরও ১,৬০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় ২১ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে এবং বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ২ কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব হবে।

তিনি আরও জানান, নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবন, আধুনিক প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং ব্রিজ, অতিরিক্ত ট্যাক্সিওয়ে এবং অত্যাধুনিক নেভিগেশন ব্যবস্থার সংযোজনের ফলে বিমানবন্দরের কার্যক্ষমতা, যাত্রীসুবিধা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় এবং ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে ত্রিপুরায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যার সময় এমবিবিবি বিমানবন্দর ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন, জরুরি পরিষেবা পরিচালনা এবং উদ্ধার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেও উল্লেখ করেন বিমানবন্দর অধিকর্তা।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষাণ মোহন নেহরা বলেন, "মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর আজ শুধুমাত্র একটি বিমান পরিবহন কেন্দ্র নয়। এটি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।"

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বছরগুলিতে আরও উন্নত অবকাঠামো, নতুন গন্তব্যে বিমান পরিষেবা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনের মাধ্যমে এমবিবিবি বিমানবন্দর উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভাল্লুকের হামলায় গুরুতর জখম বৃদ্ধ, বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

আগরতলা, ১৩ জুন: সিপাহীজলা জেলার পূর্ব সিমনা এডিসি ভিলেজের ভুবন চৌধুরী পাড়ায় ফের ভাল্লুকের হামলার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতর জখম হন ৬০ বছর বয়সি ললিত দেববর্মা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাল্লুকটি তার বাম পায়ের উপরের অংশে কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যায়। এছাড়াও তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ঘটনার পরপরই বিএসএফের সহায়তায় আহত ললিত দেববর্মাকে দ্রুত কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার ক্ষতস্থানে আট থেকে দশটি সেলাই দেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে আগরতলায় পাঠিয়ে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই একটি ভাল্লুক দারোগামুড়া, শরৎ চৌধুরী পাড়া এবং দাঁইগ্যা বাড়ি এলাকায় অবাধে বিচরণ করছে। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রাতের বেলায় প্রাণীটিকে প্রায়ই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এর আগেও প্রায় এক মাস আগে দাঁইগ্যা বাড়ি এলাকার এক মহিলার ওপর হামলা চালিয়েছিল একই ভাল্লুক। সেই হামলায় গুরুতর আহত ওই মহিলা এখনও শয্যাশায়ী বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাকেশ দেববর্মা জানান, বারবার বনদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করা হলেও এখনও পর্যন্ত ভাল্লুকটিকে আটক বা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে

● আটের পাতার পর

সাধুর ছদ্মবেশে প্রতারণার ফাঁদ, শহরে আটক দুই অভিযুক্ত

আগরতলা, ১৩ জুন: সাধুর ছদ্মবেশে এক যুবকের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় রামনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ, দুই ব্যক্তি সাধুর পরিচয় দিয়ে এক যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয়। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে যুবক তাদের খোঁজ শুরু করেন। এক পর্যায়ে রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন এলাকায় ওই দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের আটক করা হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ দুই অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের পরিচয় ও ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রতারণার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং এর আগে একই ধরনের ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ সাংবাদিক-পুত্রকন্যাদের সংবর্ধনা দিল আগরতলা প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যকে স্বীকৃতি জানাতে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল আগরতলা প্রেস ক্লাব। শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের পুত্র-কন্যাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের পদাধিকারী, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং অভিভাবকরা।

অনুষ্ঠানে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং আগামী দিনে আরও ভালো ফলাফলের জন্য উৎসাহ জোগান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান জানানো অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং ভবিষ্যতে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

তিনি আরও বলেন, সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সন্তানদের এই সাফল্য গর্বের বিষয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবের এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষা ও মেধার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এদিকে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও সাংবাদিক পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সাংবাদিক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

জীবনদায়ী ওষুধের ডেলিভারিতে গাফিলতির অভিযোগ, ভোগান্তিতে ধর্মনগরের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুন: জীবনদায়ী ওষুধের ডেলিভারি নিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হলেন ধর্মনগরের এক স্থানীয় বাসিন্দা। অনলাইন ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থা ট্রুমেডস থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ অর্ডার করলেও কুরিয়ার সংস্থা ব্লুডার্টের ডেলিভারি পরিষেবার গাফিলতির কারণে সময়মতো ওষুধ হাতে পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগীর দাবি, নির্ধারিত সময়ে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ব্লুডার্টের। কিন্তু ডেলিভারি কর্মী কোনও ধরনের ফোন কল বা যোগাযোগ না করেই ট্রুমেডস কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে গ্রাহকের ঠিকানা ভুল রয়েছে। এর ফলে ডেলিভারি প্রক্রিয়া আটকে যায় এবং জরুরি ওষুধ হাতে পেতে বিলম্ব হয়।

ওই গ্রাহকের অভিযোগ, অর্ডার করা ওষুধগুলি তাঁর নিয়মিত ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ ঠিকানায় কোনও ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও ডেলিভারি কর্মী যোগাযোগের ন্যূনতম চেষ্টা করেননি। তাঁর বক্তব্য, "একবার ফোন করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু কোনও যোগাযোগ না করেই 'ভুল ঠিকানা' দেখিয়ে ডেলিভারি ব্যর্থ বলে জানানো হয়েছে, যা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ।"

পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত গ্রাহককে নিজেই সংশ্লিষ্ট কুরিয়ার পয়েন্টে গিয়ে ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়। এতে সময় ও ভোগান্তি দুটোই বেড়েছে বলে তিনি জানান।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ধর্মনগরে ব্লুডার্টের ডেলিভারি পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ রয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে ডেলিভারি ব্যর্থ দেখানো, নির্ধারিত সময়ের পরে পার্সেল পৌঁছে দেওয়া কিংবা অযথা হয়রানির মতো অভিযোগ সামনে এসেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাহক মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে জীবনদায়ী ও জরুরি সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ও মানবিক ভূমিকা নেওয়ার দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি কুরিয়ার সংস্থার পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহক অভিযোগের দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তির দাবিও জোরালো হয়েছে। জীবনরক্ষাকারী ওষুধ সরবরাহে এমন গাফিলতি ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপদের কারণ হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল।

উদয়পুর চকবাজারে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জুন: উদয়পুর পৌর পরিষদের উদ্যোগে চকবাজার এলাকার রাস্তা ও জলনিকাশি ড্রেন সংস্কারের কাজকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি ও নিম্নমানের নির্মাণকাজের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের দাবি, সরকারি অর্থ ব্যয় করে বাজারের উন্নয়নের নামে যে কাজ চলছে, তার গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের এবং পুরো প্রকল্পে পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিনের পুরনো অবকাঠামোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে উদয়পুর পৌর পরিষদের তত্ত্বাবধানে চকবাজারের পাকা ড্রেন ও রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। তবে কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবহারকারীদের একাংশ নির্মাণের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন।

অভিযোগ, যেখানে ড্রেনের দেওয়ালের পুরুত্ব প্রায় ১০ ইঞ্চি হওয়ার কথা, সেখানে মাত্র ৩ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ড্রেনের গভীরতা বাড়ানোর কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরনো কাঠামোই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতেও জলনিকাশির সমস্যা থেকে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

আরও অভিযোগ, ড্রেনের দেওয়ালে যথাযথ প্লাস্টার না করেই দ্রুত স্ল্যাব বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্মাণকাজের প্রকৃত মান যাচাই করার সুযোগ নেই। বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, কাজের প্রতিটি ধাপে পৌর পরিষদের নজরদারি থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নিয়মিত পরিদর্শনে দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। বাজারের ভিতরে বসানো চেকার টাইলস বা পেভার ব্লক অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বসে যেতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। সাম্প্রতিক বৃষ্টির পর বহু জায়গায় রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ, নতুন করে ড্রেন সংস্কারের আগে পুরনো ড্রেনে জমে থাকা আবর্জনা ও পলি যথাযথভাবে পরিষ্কার করা হয়নি। ফলে সংস্কারকাজ শেষ হলেও জলনিকাশির সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যবসায়ীরা জানান, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একবার চকবাজারের রাস্তা ও ড্রেনের বড় ধরনের সংস্কার করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কাজের মান নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নন।

এদিকে বাজারের রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগও নতুন করে সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বাজারের ভেতরের রাস্তার একটি বড় অংশ বিভিন্ন ব্যবসায়ীর পসরা ও সামগ্রী রাখার কারণে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, পূর্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ দোকানের সীমার মধ্যে সামগ্রী রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং রাস্তার উপর ব্যবসা না করার ব্যাপারে কঠোর নজরদারি ছিল। বর্তমানে সেই নিয়ম কার্যত শিথিল হয়ে পড়ায় বাজারের চলাচল ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।

তবে বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই নিম্ন আয়ের মানুষ হওয়ায় তাদের জীবিকা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়ার দাবি উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ীদের পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

চকবাজারের রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণে ওঠা একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে উদয়পুর পৌর পরিষদ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়, সেদিকে এখন নজর সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী মহলের।

'বুথ চলো অভিযান'-এ জনসংযোগে জোর, চাকমাঘাটে বুথ সভায় উন্নয়নের আশ্বাস মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

আগরতলা, ১৩ জুন: বিজেপির সাংগঠনিক ভিত্তি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে চলমান 'বুথ চলো অভিযান'-এর অংশ হিসেবে শনিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৮ নম্বর বুথ কমিটির উদ্যোগে চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাকমাঘাটে এক বুথ সভার আয়োজন করা হয়। সভাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকারসহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভায় এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে অংশ নেন মন্ত্রী। স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন জনপরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা তাঁর সামনে তুলে ধরেন। মন্ত্রী মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলি শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, চাকমাঘাট এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পাকা রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যারও দ্রুত সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা সরকারের আমলে চাকমাঘাট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকটে কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া, পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ

আগরতলা, ১৩ জুন : পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছেন কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুসলিম পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারিভাবে স্থাপিত একটি জল সরবরাহ মেশিন থেকে গত কয়েকদিন ধরে সাধারণ মানুষকে জল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন এলাকার বহু পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যা হানুফা খাতুনের বাড়িতে এলাকার মানুষের পানীয় জলের সুবিধার্থে একটি জল পরিশোধন ও সরবরাহ মেশিন বসানো হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাড়ার বাসিন্দারা ওই মেশিন থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ করে আসছিলেন।

কিন্তু অভিযোগ, প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন আগে থেকে সাধারণ মানুষের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, বর্তমানে শুধুমাত্র পঞ্চায়েত সদস্যার পরিবারের জন্য ওই জলের সুবিধা চালু রাখা হয়েছে, অথচ অন্যদের জল সংগ্রহ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এলাকার বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেন, জল সরবরাহ ব্যবস্থার বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য তারা অর্থ নিয়ে গেলেও পঞ্চায়েত সদস্যা তা গ্রহণ করেননি। ফলে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাদের।

শনিবার সকালে ক্ষুব্ধ ও ভুক্তভোগী এলাকাবাসীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবে তারা টাকা দিয়েও জল পাচ্ছেন না। এর ফলে প্রতিদিন দূরবর্তী এলাকা থেকে উঁচু-নিচু রাস্তা পেরিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে, যা বিশেষ করে মহিলা ও প্রবীণদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এলাকাবাসীরা রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং পাড়ার সকল বাসিন্দার জন্য পুনরায় নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্যা হানুফা খাতুনের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে তা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর জনসেবার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০ নম্বর ওয়ার্ডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও বৃক্ষরোপণ

আগরতলা, ১৩ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসেবামূলক কার্যক্রমের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে শনিবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না দত্তসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাউন্সিলর রত্না দত্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে দেশ উন্নয়ন, স্বচ্ছতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সেই সাফল্য এবং জনমুখী উদ্যোগগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতেই এই ধরনের সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোট চৌমুহনী বাজারে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি ব্যবসায়ীদের

আগরতলা, ১৩ জুন: আমতলী থানার অধীন সেকেরকোট চৌমনী বাজারে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাজারের ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির সদস্যরা।

অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যবসায়ী মানিক দাস দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিভিন্ন অনিয়মমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শুক্রবার বাজারের ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অভিযোগকারীদের দাবি, অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাজার থেকে বহিষ্কার, তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি অভিযোগ করা হয়, তিনি বিভিন্ন সময় বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে হয়রানির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, এসব ঘটনার কারণে বাজারের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে এবং এলাকার সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাঁদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বাজারের ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। এমনকি অনির্দিষ্টকালের জন্য বাজার বন্ধ রাখার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

তবে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত মানিক দাসের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

ইসরো অর্থায়িত গবেষণা প্রকল্প পেলেন ত্রিপুরার যুব বিজ্ঞানী, গর্বিত বিলোনিয়া

আগরতলা, ১৩ জুন : ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার ছোট্ট শহর বিলোনিয়ার সন্তান ড. সৌরভ পাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র অর্থায়নে একটি মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা প্রকল্প অর্জন করে রাজ্য তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

বিলোনিয়ায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা ড. সৌরভ পাল স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। তিনি প্রথমে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টিআইটি) থেকে ব্যাচেলর অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বি.ই.) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), আগরতলা থেকে মাস্টার অব টেকনোলজি (এম.টেক.) এবং এনআইটি রাউরকেলা থেকে সিগন্যাল ও ইমেজ প্রসেসিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে ভেলোর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ভিআইটি), চেন্নাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ড. পাল ইমেজ প্রসেসিং, রিমোট সেন্সিং এবং ডিপ-লার্নিংয়ের মতো অত্যাধুনিক গবেষণা ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি ইসরো তাঁর গবেষণা প্রকল্প "আলোর তীব্রতা, স্কেল, স্থানান্তর এবং ঘূর্ণন-নিরপেক্ষ চিত্র মেলানোর অ্যালগরিদম ডিজাইন ও উন্নয়ন"-কে অনুমোদন দিয়েছে। প্রায় ২৯.৯৩ লক্ষ টাকার অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো এমন উন্নত ইমেজ-ম্যাচিং অ্যালগরিদম তৈরি করা, যা আলোর তারতম্য, আকারের পরিবর্তন, স্থানান্তর এবং ঘূর্ণনের মতো বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও নির্ভুলভাবে ছবি শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রযুক্তি উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ, রিমোট সেন্সিং, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মহাকাশভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই গবেষণা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ড. সৌরভ পাল তাঁর এই সাফল্যের জন্য শিক্ষক, গবেষণা-পরামর্শদাতা, সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, বেলোনিয়ার মতো একটি ছোট শহর থেকে উঠে এসে ইসরোর অর্থায়নে গবেষণা প্রকল্প লাভ করা প্রমাণ করে যে দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায় এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা থাকলে যে কোনও প্রেক্ষাপট থেকে সফলতা অর্জন সম্ভব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তাঁর এই অর্জন ত্রিপুরা ও দেশের অন্যান্য ছোট শহরের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। ড. সৌরভ পালের এই সাফল্যে ভিআইটি চেন্নাইয়ের পাশাপাশি বেলোনিয়া এবং সমগ্র ত্রিপুরার মানুষ গর্বিত। একইসঙ্গে এটি দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণ গবেষকদের ক্রমবর্ধমান অবদানেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-06-2026, 01:14